NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ন্যায়বিচার অধরা যখন অপরাধচক্রের রক্ষক প্রশাসন

ইপিএফ থেকে টাকা তোলা এবার আরও সহজ হল ৮

কলকাতা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৩ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.02.2025, Vol.18, Issue No. 236 8 Pages, Price 3.00

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য মঞ্চ থেকে রাজ্যে বিনিয়োগের হিসাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের (বিজিবিএস) মঞ্চ থেকেই দেউচা-পাঁচামি কয়লা প্রকল্প নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করেন, 'বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) থেকেই দেউচা-পাঁচামিতে ব্যাসল্ট (কয়লা) উৎপাদন শুরু হবে। সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি। জমিদাতাদের পরিবারের সকলে চাকরি পাবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তৈরি।'

নিজস্ব প্রতিবেদন: অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সূচনা মঞ্চ থেকেই রাজ্যে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বিরোধীদের তোলা যাবতীয় অভিযোগের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপর্যন্ত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসা বিনিয়োগ প্রস্তাবের সিংহভাগ রূপায়িত হয়েছে বলে জানালেন তিনি। নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে দু'দিনের সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি জানান, আগের সাতটি সম্মেলন থেকে মোট ১৯ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল। এর মধ্যে ১২ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে।

বুধবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল দু'দিনের সম্মেলন। শুরুর আগে বিজেপি এবং সিপিএম নেতারা কটাক্ষ করেছিলেন আগের বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বিনিয়োগের অঙ্ক নিয়ে। মমতা সেই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করে বলেন, 'আজকে সকালবেলাও কেউ কেউ বলেছেন, এত দিনে ১৪-১৫ টাকাও বিনিয়োগ হয়নি। আমার কাছে নথি আছে। আমি নথি দেখিয়ে বলছি, বাংলায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। কোনও প্রকল্পের কাজ চলছে। কোনও প্রকল্পের কাজ শেষের মুখে। তোমাদের কাছে কোনও প্রমাণ আছে?' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক সমালোচনার জবাব দিতে তিনি বাধ্য নন, কিন্তু তার সরকার মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাষণে রাজ্যের একাধিক সম্ভাবনা এবং নতুন শিল্প বান্ধব নীতির কথা তুলে ধরে রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার চট জলদি সমাধানের লক্ষ্যে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে রাজ্য স্তরের শিল্প সমন্বয় সমিতি গঠনের কথাও তিনি ঘোষণা করেন। অন্যদিকে রাজ্যর সম্ভাবনাময় দেউচা পাচামি খনি প্রকল্পে বৃহস্পতিবার থেকে ব্যাসল্ট উত্তোলনের কাজ শুরু করার কথাও মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেছেন।

সম্মেলনে মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দাল, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষবর্ধন আগরওয়ালের মত শিল্পপতিরা রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, ভুটানের মন্ত্রী ইয়োনসেন ফুন্সো-সহ ৪০ টি দেশের ২০০-র বেশি প্রতিনিধি এবং ২৫ জন রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনের সদস্যরা।

দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে তাঁর নেতৃত্বে বাংলার সরকার কীভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু করেছেন তা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমরা ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করি না। বরং একতায় বিশ্বাস করি। বাংলার মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করেছি। গরিব পরিবার নিঃখরচায় চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন। জনগণের দরজায় প্রশাসনকে নিয়ে যেতে 'দুয়ারে সরকার' শিবির খুলেছি। ওই শিবির থেকেই মানুষ সরকারি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।' ক্ষমতার পালাবদলের পরে বাংলায় শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠেছে বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে শিল্পের জন্য ৫০০০ একর জমি সম্বলিত ল্যান্ড ব্যাঙ্ক রয়েছে। অনেকে বিনিয়োগ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে বা প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে বাংলা। বর্তমানে বাংলার অর্থনীতি দেশের অনেক রাজ্যের থেকে ভাল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলা এক নম্বর। গত কয়েক বছরে ১২ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।'

বার্তা সোরেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। এদিন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে পৌঁছে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের তাঁর কথা বলার সিংহভাগ জুড়েই ছিল, ঝাড়খণ্ড ঠিক কতটা শিল্পের জন্য বিস্তৃত পরিসর। সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত। হেমন্ত সোরেন বলেন, 'ঝাড়খণ্ড এবং বাংলার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, তাতে এক-এক সময়ে মনে হয় আমরা আলাদা কেন! দেশ-বিদেশ থেকে যত অতিথি এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটা যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' ঝাড়খণ্ডে বিনিয়োগের পরিসর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ড প্রদেশ খনিজ সম্পদের রাজ্য। প্রায় চল্লিশ শতাংশ বেশি খনিজ সম্পদ এখানে পাওয়া যায়। খনির সঙ্গে জোড়া বিভিন্ন সেক্টরে আমরা অবগত করতে পারি। টেক্সটাইল একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে।'

আশা সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বাংলায় বিনিয়োগের ডাক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিজিবিএস-এর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের সঙ্গে বাংলার তুলনা টানতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢালাও প্রশংসা শোনা গেল তাঁর মুখে। সৌরভ এ দিন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ১০০ শতাংশ দিয়ে চেষ্টা করছেন, যাতে বাংলাও এগিয়ে যায়।' সঙ্গে এও জানান, ক্রীড়া জগতের লোক হলেও বাংলায় ব্যবসা নিয়েও তাঁর অল্প অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই সৌরভ জানান, 'আমি ব্যবসা বিশেষ বুঝি না। তবে গত এক বছর ধরে এই রাজ্যে বিনিয়োগ করার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেই নয়, ওঁর দপ্তর থেকেও খুব সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছি। এই রাজ্য আরও বিনিয়োগ টানবে বলেই আমার আশা।'

রিল্যায়েন্স বাংলার বিশ্বস্ত বন্ধু: মুকেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের অষ্টম বছরে চলতি দশকের মধ্যে বাংলায় বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে শোনা গেল রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানিকে। একই সঙ্গে বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়া দক্ষ, শিক্ষিত কর্মীদের ঘরে ফিরিয়ে আনার আশা নিয়ে নয়া প্রজেক্ট শুরুর কথাও জানালেন মুকেশ। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার জন্য এ দিন মুকেশ আম্বানির ঝুলিতে ছিল একাধিক ঘোষণা। তিনি জানালেন, গত এক দশকে ২ হাজার কোটি টাকা থেকে বাংলায় রিলায়েন্সের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। আগামী দশকে তা আরও দ্বিগুণ হবে ও তৈরি হবে আরও এক লাখ চাকরির সুযোগ। এরই পাশাপাশি রিলায়েন্স-কে বাংলার বিশ্বস্ত বন্ধু বলেও ব্যাখ্যা করেন সংস্থার কর্ণধার মুকেশ। বাংলার হস্তশিল্প ও বাংলার শাড়িকে বিশ্বের আরও কাছে পৌঁছে দিতে নয়া প্ল্যাটফর্মের ঘোষণা রিলায়েন্স কর্ণধারের। একইসঙ্গে এফএমজিসি সেক্টরে শীঘ্রই স্টেক বাড়াতে চলেছে রিলায়েন্স। তাঁরই ধাপ হিসেবে বাংলার বেশ কিছু খাদ্যপণ্য সংস্থার সঙ্গে পার্টনারশিপও করছে মুকেশ আম্বানির সংস্থা। এই সমস্ত কোম্পানির প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে বিদেশের মাটিতে রিলায়েন্স 'স্বদেশ' স্টোরে। বাংলার জন্য জিও-কে নিয়েও বড় পরিকল্পনা রয়েছে মুকেশ আম্বানির।

মহাকুম্ভের সঙ্গমঘাটে পুণ্য-ডুব প্রধানমন্ত্রীর

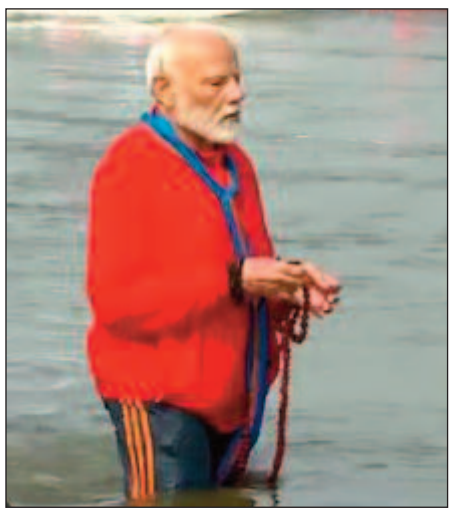

প্রয়াগরাজ, ৫ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে ভোটের দিনেই প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডুবও দিলেন সঙ্গমঘাটে। প্রধানমন্ত্রীর পরনে ছিল গাঢ় গেরুয়া জ্যাকেট এবং কালো ট্র্যাকপ্যান্ট। রুদ্রাক্ষের মালাও ছিল তাঁর হাতে। কুম্ভস্নানের আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে নৌকোবিহারও করলেন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার ভোরে প্রয়াগরাজে মোদিকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সঙ্গমে ডুব দেওয়ার আগে বৈদিক রীতি মেনে মন্ত্রপাঠ করেন তিনি। কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম এবং তর্পণ করেন। স্নানের পরেও পূজা-অর্চনা করেন। এদিন প্রধানমন্ত্রীর পরনে ছিল কালো কুর্তা। মাথায় ছিল হিমাচলি টুপি। স্নানের সময় অবশ্য লাল রঙের পোশাক ছিল পরনে। গলায় ও হাতে জড়ানো ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। বুধবার দিন মোদির স্নানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গুপ্ত নবরাত্রি চলছিল এদিন। এছাড়াও বুধবার ছিল বিষমঅষ্টমী। এই তিথিতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করার রীতি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকেও এদিন তর্পণ করতে দেখা গিয়েছে।

বুধবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোবিহারও করেন প্রধানমন্ত্রী। কুম্ভমেলার সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুঁটিয়ে দেখেন। তারপরই পবিত্র গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান সারেন মোদি। তাঁর এই প্রয়াগরাজ সফরের আগেই এদিন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়, 'ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার ও সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই তীর্থস্থানগুলোতে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ করছেন তিনি।' মহাকুম্ভে সাধু-সন্তদের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে নমো।

কুম্ভে প্রধানমন্ত্রীর পুণ্যস্নানের দিন ৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার স্থির হওয়া নিয়ে আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কারণ, বুধবারই দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। বিরোধীদের দাবি, দিল্লিতে ভোটের দিনে কুম্ভে যাওয়ার নেপথ্যে রাজনীতি রয়েছে। হিন্দুত্বের বার্তা দিয়ে ভোটারদের মনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেই ভোটের দিনে কুম্ভস্নানে গিয়েছেন মোদি। কুম্ভস্নানের আগে দিল্লির ভোটারদের উদ্দেশে বার্তাও দিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'গণতন্ত্রের এই উৎসবে উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করুন এবং নিজেদের ভোট দিন।'

আগেই কুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার দু'দিন পরেই মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পরেই মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনায় যোগী প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

অভিযোগ ওঠে, উত্তরপ্রদেশ সরকার মৃতের সংখ্যা লুকোচ্ছে। তা নিয়ে গত সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশনে সরবও হন বিরোধীরা। সেই আবহেও মোদির মহাকুম্ভ-সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে।

আমেরিকা থেকে প্রথম দফায় ভারতে ফিরল ১০৪ অবৈধবাসী

অমৃতসর, ৫ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকা থেকে প্রথম দফায় ১০৪ জন অবৈধবাসী ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বুধবার তাঁদের বিমান নেমেছে পঞ্জাবের অমৃতসরে। এই অবৈধ অভিবাসীদের তালিকায় রয়েছেন ২৫ জন মহিলা এবং ১২ জন নাবালক। কনিষ্ঠতম অবৈধবাসী চার বছরের এক শিশু। তাঁরা কেউ পঞ্জাবের বাসিন্দা, কেউ গুজরাতের, কেউ আবার মহারাষ্ট্রের। পঞ্জাব প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই অবৈধবাসীদের অধিকাংশই হয় বেআইনিভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিলেন, অথবা ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেখানে থেকে গিয়েছিলেন।

পরিসংখ্যান বলছে, বুধবার যাঁরা আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরলেন, তাঁদের মধ্যে ৪৮ জনের বয়স ২৫ বছরের কম। ৩০ জন পঞ্জাবের বাসিন্দা। গুজরাত এবং হরিয়ানার ৩০ জন করে রয়েছেন। এ ছাড়া, মহারাষ্ট্রের তিন জন, উত্তরপ্রদেশ এবং চণ্ডীগড়ের দু'জন করে বাসিন্দা আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। বুধবার দুপুরে মার্কিন সেনাবাহিনীর সি-১৭ বিমান তাঁদের নিয়ে অমৃতসরের শ্রী গুরু রামদাসজি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানটি মঙ্গলবার টেক্সাস থেকে রওনা দিয়েছিল। আমেরিকার ওই বিমানে ভারতীয় অবৈধবাসীরা ছাড়াও ছিলেন ১১ জন বিমানকর্মী। এ ছাড়া, গোটা প্রক্রিয়া পর্যালোচনার দায়িত্বে বিমানে ছিলেন ৪৫ জন আমেরিকান আধিকারিক। অবৈধবাসীদের গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত মাসে এ বিষয়ে মার্কিন বিদেশসচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে অবৈধবাসী বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাঁদের উপযুক্ত নথি দেখতে চেয়েছে নয়াদিল্লি। তাঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেই ভারতে তাঁদের গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় বার হোয়াইট হাউসে ফিরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় কঠোর অভিবাসন নীতি প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় যাওয়া অবৈধবাসীদের চিহ্নিত করে তিনি তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাচ্ছেন। কঠোর করছেন সীমান্ত আইনও। এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকায় যাওয়ার কথা। ট্রাম্প দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন মোদি।

কলকাতায় মোহন ভগবত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ কলকাতায় আসছেন আরএসস প্রধান মোহন ভগবত। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবেন রাজ্যে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এর আগে রাজ্যে থাকেননি তিনি। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই সময় আরসএস প্রধানের এরাজ্যে আগমন ও সমাবেশে অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

অভিযোগ পালটা অভিযোগে সরগরম রাজধানী
প্রায় নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন দিল্লির ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় বুধবার হল ভোটগ্রহণ। ১৩ হাজার পোলিং বুথে সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত দিল্লিতে ৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি হবে ভোটগণনা। নির্বাচনের দিনেই অভিযোগ পালটা অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে দিল্লি রাজনীতি। আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে ভুয়ো ভোটার ব্যবহার করে কারচুপির অভিযোগ তুলল বিজেপি। পালটা ভোটারদের প্রভাবিত করতে বিজেপি টাকা বিলোচ্ছে বলে অভিযোগ করল আপ। ভোটগ্রহণ চলাকালীন এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠল সিলামপুর-সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র। গত বিধানসভা ভোটে ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছিল আপ। মাত্র ৮টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস খাতা খুলতে পারেনি। তবে এ বারের ভোটে আশাবাদী হাত শিবির। অন্যদিকে, আপ এবং বিজেপি কেউই কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। এদিন বেলা বাড়তেই সিলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আপের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলে বিজেপি। বিজেপির দাবি, স্থানীয় বেশ কয়েকজন মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ভোট দিতে গেলে বলা হয়, তাঁদের ভোট হয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগে ভোট কেন্দ্রের সামনে দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও গালিগালাজ শুরু হয়। আপ-বিজেপির পাশাপাশি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে কংগ্রেসও। যার জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে ভোটগ্রহণ। অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সব দলের কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে সিলামপুরের পাশাপাশি অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে মণীশ সিসোদিয়ার কেন্দ্র জঙ্গপুরা ও চিরাগ দিল্লিতে। জঙ্গপুরা কেন্দ্রে পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়ান মণীশ।

এগজিট পোলে এগিয়ে বিজেপি!

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-কে হারিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। কিন্তু মঙ্গলবার চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত হাল ছাড়তে নারাজ আপ। পড়শি হরিয়ানায় সাড়ে তিন মাস আগে বিধানসভা ভোটে বুথফেরত সমীক্ষার পরিণতির দিকে আঙুল তুলে দলের নেতাদের দাবি, 'এগজিট পোল' আসলে 'একজ্যাক্ট' ফলাফল নয়। ভারতে ভোটের ইতিহাস বলছে, আসল ফলের সঙ্গে বুথফেরত সমীক্ষা অনেক সময়েই মেলে না। তবে ফলাফল মিলে যাওয়ার উদাহরণও রয়েছে। আসল ফল জানতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী শনিবার গণনার দিন পর্যন্ত। বুধবার অবশ্য যুযুধান সব দলই জয়ের দাবি করেছে।

মুজিবের ধানমন্ডির বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর

ঢাকা: বুধবার বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর ভাষণ সম্প্রচারের কথা আগেই ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ। তা নিয়ে হাসিনা-বিরোধীদের ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। বুধবার হাসিনার ভাষণ শুরুর আগেই সেই রোষ গিয়ে পড়ে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে। মুজিবের বাড়িতে তাণ্ডব, ভাঙচুর চালায় জনতা। পরে সেখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর পর বেশি রাতের দিকে বুলডোজার, ক্রেন, ভ্যাকুয়াম মেশিন নিয়ে আসা হয়। শুরু হয় মুজিবের স্মৃতি জড়ানো ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি ভাঙার কাজ। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ধানমন্ডিতে মুজিবের বাড়ির সামনে একটি ক্রেন এবং একটি এক্সকাভেটর এনে বাড়ি ভাঙা শুরু হয়। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ভবনের একটি অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে ভাঙার কাজ বেশি রাত পর্যন্তও চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Hasem Halder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Samad Halder ও Lt. Samad Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rahat Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Shahid Asgar ও S. Asgar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৬ নং এফিডেভিট বলে Mahammad Islam S/o. Abdul Gafur ও Md Islam S/o. A. Gafuss সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Arijit Rakshit ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sanjoy Kumar Rakshit ও S. Rakshit উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Chakrabarti S/o. Kalipada Chakrabarti ও Mrityunjoy Chakraborty S/o. Late K. P. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৪ নং এফিডেভিট বলে Satyajit Roy S/o. Pijush Kanti Roy ও Satyajit Ray S/o. P. K. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে Abeda Begam W/o. Sekh Abdul Hannan ও Raosanara Khatun D/o. Sk. Akbar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১১ নং এফিডেভিট বলে Ranajit Pakhira S/o. Nidhan Chandra Pakhira ও Ranjit Pakhira S/o. Nidhachandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১০ নং এফিডেভিট বলে Indrajit Bhaumik S/o. Bishwanath Bhaumik ও Indrajit Bhowmik S/o. Lt. B. N. Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Satyabrata Chakraborty S/o. Sudhir Chakraborty ও Satyabrata Chakraborty S/o. Lt. S. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২০২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭২২ নং এফিডেভিট বলে Sk Iyasin Gazi S/o. Babur Ali Gazi ও Sk Yasin Gaji, Sekh Iyasin Gazi S/o. B. A. Gazi, Babur Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি আসিফ সেখ ৩১/১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Asif Seikh ও Ashif Shaikh এবং আমার পিতা Sadik Seikh ও Sadik Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। এইচ সি সরকার রোড নলুয়াপাড়া কৃষ্ণনগর জেলা নদীয়া পিন-৭৪১১০১।

নাম-পদবী

আমি Ramkripal Mallick পিতা Late Ashrafia Dome, নিবাস ২৪২, কালীঘাট রোড, কোল-২৬. ৩১.১.২০২৫ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে আমার পিতা Ashrafia Dome এবং Asarfia Mallick এক ই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলেন।

CHANGE OF NAME

I, Poonam Agarwal W/o Shri Sanjeev Agarwal residing at Club Town Residency, Block-2, Flat No. 3C, Premises No. 57/3, M.M. Feeder Road, behind Adamas International School, Rathtala, Belghoria, North 24 Parganas, P.O. Belghoria, P.S. Belghoria, Kolkata-700056 do hereby solemnly declare that due to inadvertence my name has been recorded as Punam Agarwal in my Passport No N1641617. That Poonam Agarwal (PAN No : AHBPA4298E), (Aadhar No : 6325 1865 9249) (Voter Card No. SYY1346220) and Punam Agarwal are the same and one identical person vide affidavit No. 24472 sworn before In the LD 1st Class Magistrate, Kolkata on 14-01-2025

I, ARCHANA GWALIA, W/o, MUKESH GWALIA, residing at 59, Keshab Chandra Sen Street, Kolkata-700009, do hereby declare vide affidavit dated : 28.01.2025 sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata that ARCHANA GWALIA and ARCHANA MUKESH GWALIA is the same and one identical person.

I, MUKESH GWALIA, S/o, Jugal Kishore, residing at 59, Keshab Chandra Sen Street, Kolkata-700009, do hereby declare vide affidavit dated : 28.01.2025 sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata that MUKESH GWALIA and GWALIA MUKESH / MUKESH JUGAL KISHORE GWALIA is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

My client Sri Saroj Mondal, son of Nikhil Kumar Mondal of Vill & PO-Gokarnee, PS-Mograhat, District-South 24 PGS-743601, has lost one original Property Deed no.6462/1989, registered before ADSR Sonarpur. In this regard one GDE has been lodged before the Sonarpur Police Station, South 24 PGS vide GDE no.1979 dated 20.12.2024. If any person find the above mentioned Deed or if any person have any claim in the said property then come up with valid proof and contact to below person within 10 days from the date of publication, after elapsing 10 days no claim will be entertained.

Mr. Partha Saran Ghosh, Advocate
Contact No. : 96743 02211

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল, আশিস কুমার দে এবং ভারতী দে -সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং ৭, পরিমাণ আনুমানিক ৮২৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থ তলে, জয়গুরু অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে, দাগ নং ১৮৭৬, খতিয়ান নং ৪৫০৪, ৪৫১৬ এবং ৪৬৩৭, মৌজা -বরানগর, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৯, নিয়োগী পাড়া রোড (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি), কলকাতা ৭০০০৩৬, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : বরানগর, ওয়ার্ড নং ৮, বরানগর পুরসভা অধীন, বর্তমান মালিক শিব শঙ্কর গুপ্তা, হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৯-১১-২০২১ দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-২, কলকাতা এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬০, পৃষ্ঠা ৪১৩৬ থেকে ৪১৬১, দলিল নং ১২৩২২-২০১৪ সালের অনুযায়ী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

কোনও ব্যক্তি বা কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠা এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তি বা উক্ত দলিল সম্পর্কে থাকালে দাখিলের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

আয়ুষ্মান দে, অ্যাডভোকেট
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : ৮০১৭৯৯৯৬১৭
ই-মেল : ayusmandey@gmail.com

আমমোক্তারনামা

১) মধু মন্ডল, পিতা- ঁপূর্ণ মন্ডল, সাকিম- শীতলাতলা বৌবাজার, পোঃ- চন্দননগর, থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৮ বিগত ইংরাজী ০৭. ০২.২০২২ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৯০৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতী সবিতা রায়, স্বামী-কল্যান রায়, সাং-গৌরাঙ্গপুর, পোঃ-বিঘাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-বিঘাটী, ২১৪ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ৮০৭৭ নং খতিয়ান ভুক্ত (১) আর.এস.-১৭৩ নং দাগ ও এল.আর. ১৭৮ নং দাগে ষোলো আনায় ৫৮ শতক শালি জমি, (২) আর.এস. ২১৫ নং দাগ ও এল.আর. ২২১ নং দাগে ষোলো আনায় ৮২ শতক শালি জমি, (৩) আর.এস. ২১৬ নং দাগ ও এল.আর. ২২২ নং দাগে ষোলো আনায় ১৫ শতক শালি জমি। এই রূপে ৩ বন্দে দাগ মিলিয়া ১৫৫ শতক জমির আমমোক্তারনামা হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে মধু মন্ডল, পিতা- ঁপূর্ণ মন্ডল, সাং-শীতলাতলা বৌবাজার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী-কে জানাইতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ই ফেব্রুয়ারি ২৩শে মাঘ বৃহস্পতি বার। নবমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী রবি মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র র প্রয়াণ দিবস। মহানন্দা নবমী তিথি মুহূর্ত। নামকরন। গাত্রহরিদ্রা। দেবদেবী গঠন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। ক্রয় বানিজ্য। অব্যূড়ান্ন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাঁতরাগাছির পুরনো সেতুর চাপ কমাতে বিকল্প সেতু পেতে চলেছে হাওড়াবাসী

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

হাওড়ার বুকে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তৈরি হতে চলেছে সাত কিলোমিটার সেতু। নতুন বছরের শুরুতেই স্বভাবত খুশির খবর হাওড়াবাসীর জন্য। এই সাত কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতু যা আগামী দিনে এলাকার যানজট সমস্যার অনেকটাই সমাধান করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এখানে এলিভেটেট সিক্স লেন করিডোর তৈরির কাজ চলছে। এই করিডোরে থাকবে ছয় লেনের রাস্তা, মা ফ্লাইওভারের মতো। রাজ্যের মুখ্য প্রশাসনিক দপ্তর নবান্নর পিছন দিক অর্থাৎ চ্যাটার্জীহাট থেকে শুরু হয়ে শেষ হচ্ছে সাঁতরাগাছি এলাকার খেজুর তলায়। গোটা সেতুটি তৈরির দায়িত্বে জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ। এই সেতু নির্মাণের জন্য তিন বছর সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার মধ্যে এই সেতু সম্পূর্ণ রূপে শেষ করার কথা। গত বছর দুর্গাপূজার পরেই কাজে হাত দেওয়া শুরু হয়। এখন পুরোদমে দিন রাত জেগে কাজ চলছে। এছাড়াও পরিকল্পনা আছে সাঁতরাগাছি স্টেশনের পর জাতীয় সড়ক যুক্ত হওয়ার পর সেখানে তিনটি আন্ডার পাশ হবে, একটি সর্বসাধারণের হেঁটে চলাচল করার জন্য আন্ডার পাশ, দুটি গাড়ি চলাচলের জন্য আন্ডার পাশ। মা ফ্লাই ওভারের মতো সেতুর নিচ দিয়ে বাস, বড় গাড়ি চলবে, ব্রিজের উপর দিয়ে ছোট গাড়ি চলবে। সাঁতরাগাছি নতুন বিল্ডিং-এর সঙ্গে নতুন ব্রিজের সঙ্গে এটি সংযুক্ত হবে। অনেক যাত্রী সরাসরি ব্রিজের উপর থেকে ছোট গাড়ি ধরতে পারবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সেতুর মাধ্যমে আগামী তিন বছর পর সাঁতরাগাছি এলাকার যানজটের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপের কারণে নিত্যদিন গাড়ির চলাচলের সংখ্যাও বাড়ছে সাঁতরাগাছির পুরনো সেতুতে। বর্তমান সেতুর উপর দিয়ে সারা দিনে কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে। বর্তমানের সেতুতে দুই লেন দিয়ে সব ধরণের গাড়ি-সহ পণ্যবাহী গাড়িও যাতায়াত করে। সেতুর সুরক্ষার জন্য মাঝে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অনেক পুরানো এই সেতুর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো নয় বলে প্রশাসনের তরফ থেকে অল্প সংখ্যক করে গাড়ি ছাড়তে হয়। এর ফলে ভোগান্তি বাড়ে নিত্য যাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের। তাই সেই সমস্যার সমাধান করতে সাঁতরাগাছি জং স্টেশন হওয়ার ফলে দূরপাল্লার যাত্রী থেকে নিত্য যাত্রীরা বাস বা ছোট গাড়ি ধরতে আসতে হবে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই রাস্তা সরাসরি বিদ্যাসাগর সেতুতে ও হাওড়া ব্রিজে যুক্ত হচ্ছে, ফলে যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সকালের অফিস টাইমে ও ফেরার সময় বিশেষ করে এই দুই সময়েই ভোগান্তি হয় নিত্য যাত্রীদের। এই ভোগান্তির হাত থেকে নিস্তার দেওয়ার জন্য বিকল্প ভাবনা বাস্তব রূপায়ণ হতে চলেছে।

সেতুর কাজের জন্য রাস্তা অনেকখানি অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অংশ দিয়ে এখন গাড়ি চলাচল করানো হচ্ছে। এর জেরে ওই অংশে ধীর গতিতে গাড়ি চলাচল করছে ও যানজট হচ্ছে। তাই যারা কোনা এক্সপ্রেস এর রাস্তা ব্যবহার করতে চাইছেন তারা হাতে বাড়তি সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে অসুবিধা হবে না। এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফৎ। বর্তমানে ওই পথে যানজটের থেকে বাঁচতে অনেকেই বিকল্প রাস্তা হিসাবে আলমপুর থেকে ভায়া আন্দুল রোড হয়ে দ্বিতীয় সেতু ব্যবহার করছেন। পাশাপাশি হাওড়া আমতা রোড দিয়ে সলপ হয়ে হাওড়া ব্রিজ বা দ্বিতীয় সেতু যাচ্ছেন।

সন্দীপদের পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গল বেঞ্চে সন্দীপদের পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ। বিচারপতির স্পষ্ট যুক্তি, হাইকোর্ট কোনওভাবেই জুডিশিয়াল অর্ডার পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে অস্বস্তি কিছুতেই কাটছে না সন্দীপ ঘোষের। কারণ, আদালতে আবেদন-নিবেদনেও কাজ হল না কিছুই। বরং আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, সন্দীপ-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার চার্জ ফ্রেম করতে বাধা নেই।

এদিকে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, সময় নষ্ট করতেই এই মামলা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, মামলার নিস্পত্তি হওয়ার পর আবার কিসের পুনর্বিবেচনা তা নিয়েও। যদিও সন্দীপ থেকে সুমন হাজরার আইনজীবীদের দাবি, আইনত অন্তত ষাট দিন পাওয়া উচিত। হাইকোর্ট অভিযুক্তদের বক্তব্য না শুনেই নির্দেশ দিয়েছে। সে কারণেই তাঁরা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছিলেন। এ নিয়ে এদিন বেশ কিছুক্ষণ আদালতে সওয়াল-জবাব পর্ব চলে। সূত্রের খবর, তখনই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, জুডিশিয়াল অর্ডারে থাকলে হাইকোর্ট কী করতে পারবে! যদিও পাল্টা আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যরা পাল্টা তাঁদের যুক্তি সামনে আনেন।

এরপরই বিচারপতির উদ্দেশ্যে তাঁরা বলে ওঠেন, 'আপনার নির্দেশে জুডিশিয়াল নির্দেশ এসেছে। সবার স্বচ্ছ ট্রায়ালের অধিকার আছে। সিবিআই নিজেই সব জমা দিতে পারবে না।' যদিও সমস্ত সওয়াল জবাব শেষে শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থানেই অনড় থাকতেই দেখা যায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। প্রসঙ্গত, এর আগে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চাইতে দেখা গিয়েছিল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। এর আগে অভয়ার খুন ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রেও একই দাবি করেছিলেন তিনি। যদিও মঙ্গলবার আলিপুর বিশেষ আদালতের বিচারক স্পষ্ট জানিয়ে দেন বুধবারের মধ্যেই এই মামলায় চার্জ ফ্রেম করতে হবে। তবে যাঁরা অব্যাহতি চাইবেন তাঁদের আবেদনের রাস্তা খোলা থাকছে। তারপরই সন্দীপ-সহ পাঁচ জন্য অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। সন্দীপে আইনজীবীদের দাবি ছিল প্রায় প্রায় ২৫ হাজার পাতার নথি সিবিআই দিয়েছে। যার সব এখনও খতিয়েই দেখা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই পূর্বের নির্দেশ যাতে পুনর্বিবেচনা করা হয় সেই দাবি করেছিলেন তাঁরা।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ কল্যাণী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল শাসকদলের বিধায়ককে। আর এ নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আমন্ত্রণ না পাওয়া উত্তর দিনাজপুরের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন রায়গঞ্জের বিধায়ক। এই মর্মেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী জানান, 'আমি ডিএমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি স্পষ্ট জানতে চেয়েছিলাম আমার কাছে তো কোনও কার্ড আসেনি। আপনাদের কাছে এসেছে? কিন্তু, তিনি খোঁজ নিয়ে জানেন আমন্ত্রণপত্র আসেনি। উত্তর দিনাজপুর আজ বঞ্চিত হল। এখানকার উদ্যোগপতিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিলে তা জেলার জন্য ভাল হতো। আগে যখন আমন্ত্রণ পেয়েছি তখন বিধায়ক হিসাবে নয়, কার্ড গলায় ঝুলিয়ে ডেলিগেট হিসাবে গিয়েছিলাম। আমি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে বলতে পারি যা হল তা ঠিক হল না।' প্রসঙ্গত, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই কলকাতায় শুরু হয়েছে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। ৪০টি দেশের ২০০ জন প্রতিনিধি-সহ মোট ৫ হাজার বিশিষ্ট শিল্পপতি থেকে শিল্প বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। চল্লিশটির মধ্যে ২০টি দেশ এবারের সম্মেলনের পার্টনার। ইতিমধ্যেই ২০টি দেশের রাষ্ট্রদূতও কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন।

বাঁকুড়ায় শুরু খাদিমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাংলার ঐতিহ্যশালী হস্তশিল্পের বিপুল সম্ভার নিয়ে শুরু হল বাঁকুড়া জেলা খাদিমেলা। মঙ্গলবার বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সভাপতি কল্লোল খাঁ, সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে এই মেলায় এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রথম সারির হস্তশিল্পীরা তাঁদের পসরা নিয়ে যেমন হাজির হয়েছেন, তেমনই সুদূর কাশ্মীর থেকেও হস্তশিল্পীরা এই মেলায় এসে পৌঁছেছেন। আয়োজক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এবার এখানে ১১৬টি স্টল রয়েছে। এমনকি এখানে সরাসরি শিল্পীর কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সুযোগ থাকছে। মেলা চলবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলা শুরুর দিনই ভিড় উপচে পড়েছিল। অনেকেই প্রথম দিন থেকেই কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন বলে জানান।

স্থানীয়দের বাধায় রেলের উচ্ছেদ বন্ধ করে ফিরলেন আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার অণ্ডালের উখড়া শংকরপুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় রেলের জায়গা দখল করে থাকা বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে আসে ও রেলের সুরক্ষা বল। রেলের জায়গায় গড়ে ওঠা দু'টি পরিত্যক্ত বাড়ি ভাঙার পর স্থানীয় মানুষদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় রেলের আধিকারিকদের। স্থানীয়দের মাথার মুখে পড়ে রেলের উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে ফিরে যায় রেলের সুরক্ষা বলের লোকজন। ঘটনার খবর পেয়ে এই ঘটনার স্থলে পৌঁছয় উখড়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান সরণ সাইগল ও তাঁর অনুগামীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আলম শেখ জানান, দীর্ঘ বছর ধরে তাঁরা এই এলাকায় বাস করছেন না, বুধবার হঠাৎ করে রেল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযানে নামলে তাঁরা যাবেন কোথায়? স্থানীয়দের দাবি, তাঁদের পুনর্বাসন দিক রেল কর্তৃপক্ষ। তারপরই তাঁদের উচ্ছেদের কথা ভাববে। আলমবাবু জানান, পুনর্বাসন না হলে রেলে উচ্ছেদ অভিযানে তাঁরা বারবার এভাবেই বাধা দেবেন। স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করেই ফিরতে হয় রেল আধিকারিকদের।

বাংলার বাহারি গাছে কুম্ভমেলার শোভা বৃদ্ধি

বনস্পতি দে ● হুগলি

উত্তরপ্রদেশের কুম্ভমেলার শোভা বৃদ্ধি করছে বাংলার বাহারি গাছ। হুগলির বলাগড়ের খামারগাছির নার্সারি থেকে কয়েক কোটি টাকার গাছ গিয়ে পৌঁছেছে প্রয়াগরাজে। বাহারি ফুল গাছ থেকে বিভিন্ন ডেকোরেশনের জন্য যে গাছ প্রয়োজন, তা সবটাই যোগান দিয়েছে হুগলির খামারগাছি নার্সারি। এতে যেমন একদিকে মহাকুম্ভের শোভা বৃদ্ধি করেছে বাংলার গাছ, তেমনি নার্সারি শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে এসেছে এই লগ্নির ফলে। হুগলির বলাগড় ব্লকের বলাগড়, জিরাট, খামারগাছিতে প্রায় দুই হাজার নার্সারি আছে। নার্সারি অ্যাসোসিয়েশান থেকে কোটি কোটি টাকার গাছ প্রয়াগরাজে পাঠানো হয়েছে বলে জানান, নার্সারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নবকুমার দাস। তিনি বলেন, 'বলাগড়ের দুই হাজার নথিভুক্ত নার্সারি আছে যারা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আছে। প্রায় দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে। এখন এই নার্সারি বড় শিল্প হয়েছে হুগলিতে।' সব নার্সারি থেকে কমবেশি গাছ পাঠানো হয়েছে প্রয়াগরাজে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকেও গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে অনেক গাছ পাঠানো হয়। গোটা দেশে নার্সারি মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন আছে। তাদের মাধ্যমে বরাত আসে। মূলত ফুটন্ত ফুলের গাছ পাঠানো হয়েছে। এক নার্সারি মালিক বলেন, 'পাঁচশো কোটি টাকার একটা টেন্ডার পাশ হয়। আমাদের বলাগড় থেকে প্রায় দেড়শ কোটি টাকার গাছ গেছে। আমি নিজে দশ লক্ষ টাকার গাছ পাঠিয়েছি। কুম্ভমেলায় গাছ দিয়ে ভালোই লাভ হয়েছে।' অপর এক নার্সারি মালিক বলেন, 'গোটা ভারতবর্ষে বলাগড়ের গাছ যায়। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশেও যায়। প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলাতেও গিয়েছে। মূলত সেখানে ডেকরেশান করে দিতে হবে এই চুক্তিতে ফল ফুলের গাছ পাঠানো হয়েছে।'

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার

বাণিজ্য সম্মেলনে একাধিক নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব পেল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই একাধিক নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব পেল রাজ্য সরকার। রিলায়েন্স গোষ্ঠী, জিন্দল গোষ্ঠী, আরপিজি, অম্বুজা নেওটিয়া, আইটি গোষ্ঠী রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করছেন। সব থেকে বড় লগ্নির ঘোষণা করেছেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রধান বিশিষ্ট শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তির ভূয়সী প্রশংসা করে চলতি দশকের শেষে আরও পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। রিলায়েন্সের বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দিতে গিয়ে আম্বানি জানান, ২০১৬ সালে এরাজ্যে কোম্পানির বিনিয়োগ ছিল ২০০০ কোটি টাকার কম। কিন্তু, এখন এখানে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ রয়েছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই বিনিয়োগ দ্বিগুণ হবে ও রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

তিনি বলেন, 'আগামী এক দশকে রাজ্যে রিলায়েন্স গ্রুপের বিনিয়োগ বেড়ে হবে এক লক্ষ কোটি টাকা। আগামী বছর দীঘায় ডেটা সেন্টারও চালু করা হবে। ' বিজিবিএস-এ আগত শিল্পপতিদের উদ্দেশে আম্বানি বলেন, 'এই মুহূর্তে বাংলা ইকোনমি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এক রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করছে। এটাই বাংলায় বিনিয়োগ করার মোক্ষম সময়। বাংলার মানুষই হল বাংলার সব থেকে বড় শক্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় ব্যবসার ক্ষেত্রকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী। তিনি বলেন, এবার 'গ্লোবাল হাব ফর আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স' হবে কলকাতায়। গোটা বিশ্বতে রেকি করে বেছে নেওয়া হয় কলকাতাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক পদক্ষেপের জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে রাজ্যে। শুধু তাই নয় বাংলার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সঞ্জীব পুরী। তাঁর কথায়, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী-সহ নানা সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যকে অনেক সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। তাই আমরা আশাবাদী এই মঞ্চ থেকে আগামী দিন রাজ্য আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।'

অন্যদিকে এদিনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অম্বুজা-নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষ নেওটিয়া। তাঁর মুখেও শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা। নেওটিয়া বলেন, 'বাংলায় শিল্পবান্ধব পরিবেশ, দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। হোটেল ব্যবসায় ১২০০ কোটি বিনিয়োগ করা হবে। আগামী দিনে বাংলায় ৫ টি হাসপাতাল তৈরি করবে নেওটিয়া গ্রুপ।' একথায় বলা যায়, বাংলায় স্বাস্থ্য কাঠামো উন্নতিতে এবার বিনিয়োগ করতে চলেছে নেওটিয়া গ্রুপ। আর পি জি গোষ্ঠীর প্রধান সঞ্জীব গোয়েনকা জানান এরাজ্যে তার সংস্থার দশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়নের পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে।

বাংলায় কাজের জন্য শান্তির পরিবেশ রয়েছে: সঞ্জীব পুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সূচনা হয়েছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের। বঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগ নিতে গোটা দেশের নামীদামি শিল্প সংস্থার কর্তারা আসছেন কলকাতায়। 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস'-এই থিমকে সামনে রেখেই হচ্ছে এবারের শিল্প সম্মেলন।

এই সম্মেলনে হাজির ছিলেন আইটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব পুরী, তিনি বলেন, 'খবরের কাগজের প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন দেখে চমকে উঠতে হয়। গত কয়েক বছরে বদলে গিয়েছে বাংলা। রাজ্যের উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে জোড়া বেনিফিট দেখা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে ভাইব্রান্ট শিল্পক্ষেত্র। আমাদের সংস্থার হেডকোয়ার্টার এখানে। আমরা যে রেসপন্স পাই তা অসাধারণ। সরকারের পলিসি এখন যথেষ্ট ভালো। কলকাতাকে সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে উল্লেখ করে সঞ্জীব পুরী বলেন, 'রাজ্যে এখন শিল্পবান্ধব পরিবেশ রয়েছে। শিল্পবান্ধব নীতিও নিয়েছে সরকার। আমাদের সংস্থার হেড কোয়ার্টার কলকাতায়।' ফলে এই রাজ্যে আরও কাজ করতে তাঁরা মুখিয়ে রয়েছেন বলে জানান সঞ্জীব পুরী। তিনি বলেন, 'সর্বভারতীয় সংস্থা হওয়ায় দেশের যেকোনও প্রান্তেই বিনিয়োগ করতে পারি আমরা। কিন্তু, আমাদের সংস্থা সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে বাংলায়। আমরা এখানে কাজ করছি। ক্রেতাদের কথা ভাবে। এখানে কাজের জন্য শান্তির পরিবেশ রয়েছে। এখানে আমরা বিনিয়োগ করেছি। হোটেল, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এখানে কাজ করি।' এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'এই রাজ্যে আমাদের ১৮টি ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি রয়েছে। একাধিক হোটেল রয়েছে। সম্প্রতি বাংলায় ৭৫০০ কোটি বিনিয়োগ করেছে আইটিসি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হাব হতে চলেছে বাংলা। 'গ্লোবাল সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন এআই'-রাজারহাটে রয়েছে। এখন গোটা বিশ্ব এই এআই এর দিকে চেয়ে।' সঙ্গে এও জানান, আগামী দু'বছরে আমাদের হোটেলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে। এর পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'হসপিটালিটি সেক্টরে বড় সুযোগ রয়েছে বাংলায়। আমরা এখন ৬টি হোটেল চালাচ্ছি। আগামী দিনে সেটা দ্বিগুণ হতে চলেছে। কৃষিতেও আমরা বিনিয়োগ করেছে। কৃষিতে এখন ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে।'

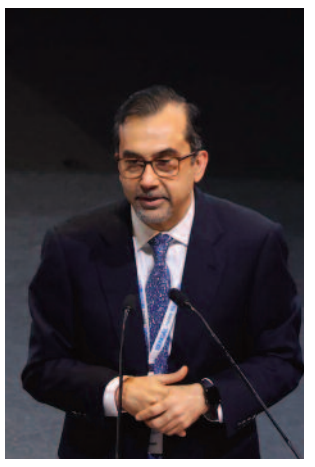

রাজ্যের প্রশংসা করে আইটিসির চেয়ারম্যান বলেন, 'সামাজিক উন্নয়নেও জোর দিয়েছে রাজ্য। যা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কন্যাসন্তানদের জন্য রয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প। আর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যবিমার জন্য রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। এরকম আরও অনেক রয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে বাংলার ছবি বদলে গিয়েছে। নিজের বক্তব্যে কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

৭০ শতাংশ বিনিয়োগ রাজ্যে রয়েছে: হর্ষবর্ধন নেওটিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বিশ্ব বাংলার বাংলা কনভেনশন সেন্টারে উপস্থিত হতে দেখা গেল তাবড় শিল্পপতিদের। এদিনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করতেও দেখা যায় শিল্পপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়াকে। এরই পাশাপাশি রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে ঠিক কতটা পরিসর রয়েছে এবং তা বিস্তৃতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কী ভূমিকা, তারই ব্যাখ্যা দেন তিনি।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়া জানান, 'অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ আমাদের ৭০ শতাংশ বিনিয়োগ রাজ্যে রয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, পাহাড় বা অন্য ক্ষেত্রেও আমাদের বিনিয়োগ রয়েছে। রাজ্যের সহযোগিতামূলক পরিবেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।' আর এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সাহায্য করেন আমাদের।

রাজ্যে পাঁচটা হাসপাতাল রয়েছে আমাদের। একটা শিলিগুড়ি এবং একটা বর্ধমানে রয়েছে।' এরই পাশাপাশি তিনি জানান, হসপিটালিটি সেক্টরে ১৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে ইতিমধ্যেই। বাংলায় নেওটিয়া গ্রুপের একাধিক হোটেল রয়েছে।

শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি শিল্পপতি হর্ষবর্ধন এদিন এও বলেন, 'তাজ গ্রুপের সঙ্গে পার্টনারশিপে আমরা কাজ করছি। দার্জিলিং, কালিম্পঙ এবং গরুমারা ফরেস্টে, দিঘা এবং শান্তিনিকেতনে আমরা আমাদের প্রপার্টি তৈরি করার চেষ্টা করছি। এখানে ১২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। একটা কলকাতা একটা শিলিগুড়িতে হোটেল তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।' এছাড়াও ১৬০০ কোটি টাকার গলফ টাউনশিপ তৈরির কাজ চলছে বলেও জানান তিনি। চলতি বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে সেই কাজ। এরইমধ্যে নেওটিয়া গ্রুপের ৯ টা হাউজিং প্রজেক্টে কাজ চলছে। তাতে ৬৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান শিল্পপতি।

যোগেশচন্দ্রে প্রাক্তনীদের প্রবেশে 'নীতি' তৈরির নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরস্বতী পুজো নিয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে প্রাক্তনীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, চাইলেই সব সময় সমস্ত প্রাক্তনী কলেজে ঢুকে পড়তে পারেন না। যোগেশচন্দ্র আইন কলেজ ও ডে কলেজের পরিচালন কমিটিকে কলেজে প্রাক্তনীদের প্রবেশ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করতে হবে।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ ও যোগেশচন্দ্র ডে কলেজের ক্লাস হয়। আর এই কলেজের সরস্বতী পুজোয় বহিরাগতর বিরুদ্ধে বাধাদানের অভিযোগ ওঠে। আইন কলেজের পড়ুয়ারা অভিযোগের আঙুল তোলে ডে কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়াদের একাংশ ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। আদালতে মামলা হয়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পুলিশি পাহারায় সরস্বতী পুজো হয়। বুধবার ফের সেই মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। বিচারপতির নির্দেশ, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ঢোকা নিয়ে ডে কলেজকে আলাদা পলিসি তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ডে কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়া বা বহিরাগতদের বিরুদ্ধে পড়ুয়ারা অভিযোগ করলে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে হবে। একই সঙ্গে ডে কলেজের প্রাক্তনী মহম্মদ সাব্বির আলি-সহ বাকিদের মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদনও খারিজ হয়ে যায় এদিন। এ দিনই মামলার নিষ্পত্তি করে আদালত।

যোগেশচন্দ্র পরিচালন সমিতিতে ফিরহাদকে চাইছেন পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরস্বতী পুজো কাটার পরই একদিন আগেই যোগেশচন্দ্র কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি বদল হয়েছে। মেয়র পারিষদ তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে সেই জায়াগায় আনা হয়েছে। আর এই বদল ঠিক মেনে নিতে পারছেন না কলেজের পড়ুয়ারা। তাই ল' কলেজেও পরিচালন সভাপতির ফের বদল চাইছেন পড়ুয়ারা। যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজের পড়ুয়াদের আস্থা এবার ফিরহাদ হাকিমে। 'একজন মেয়ের বাবাই যন্ত্রণা বুঝবেন', তাই মালা রায়ের জায়গায় একেবারে ফিরহাদ হাকিমকে পরিচালন সমিতিতে চান পড়ুয়ারা।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেন মমতার কলেজের পড়ুয়ারা। কলেজের গেটে বিশাল ফেস্টুনে মমতার ছবিও লাগান ল'কলেজের পড়ুয়ারা। যেখানে লেখা 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলেজের পড়ুয়া বনাম দুষ্কৃতী'। তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। প্রসঙ্গত, এই কলেজেই সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর কম হয়নি। পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তপ্ত হয়েছিল বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। নাম জড়িয়েছিল তৃণমূলের ছাত্র নেতা সাব্বির আলির। এদিকে চাপানউতোরের মধ্যেই জল গড়িয়েছিল হাইকোর্টে। শেষ পর্যন্ত কড়া পুলিশি প্রহরার মধ্যে হয় পুজো। পুজোয় মালা রায়কে সঙ্গে নিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। সেই ফিরহাদকেই এবার পরিচালন সমিতির সভাপতির পদে চাইছেন পড়ুয়ারা। এক পড়ুয়া বললেন, 'ল' কলেজের পড়ুয়ারা বারবার বলছে গুন্ডাগিরি বন্ধ করতে হবে। এবার ডে কলেজে কী হয়েছে তা নিয়ে বেশি মন্তব্য করব না। কিন্তু, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন কলেজের ছাত্রছাত্রী। তাই আমরা চাইছি সব বিষয় যেন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা আছে। বিশ্বাস আছে। উনি যাকে রাখবেন তাঁদের উপরেও আমাদের বিশ্বাস আছে।'

এ কথা বলার পরেও তিনি আরও বলেন, 'আমরা মমতার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আমরা বলছি আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসাবে ফিরহাদ হাকিমকে চাইছি। কারণ, এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে একজন মেয়ের বাবাই বুঝতে পারবেন কী হতে পারে, কী না হতে পারে!

দমদম বিমানবন্দরে সিআইএসএফ কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম বিমানবন্দরের ইন্টারন্যাশনাল কার্গোতে বুধবার সিআইএসএফ-এর কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ইন্টারন্যাশনাল কার্গোর সিআইএসএফ ব্যারাক থেকে ওই কনস্টেবলের দেহ মেলে। সূত্রে খবর, মৃতের নাম রঘুনাথ পাল। তাঁর বাড়ি বর্ধমানে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে এনএসসিবিআই থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, ব্যারাকের সিআইএসএফ জওয়ানরাই প্রথম রঘুনাথ পালের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। এরপরই এনএসসিবিআই থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেহটি উদ্ধার করে। তাঁর বেশ কয়েক জন সহকর্মীর সঙ্গে কথাও বলে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রঘুনাথ পালের বয়স ৪০ বছর। বর্ধমানের হিরাপুরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। কলকাতা বিমানবন্দর লাগোয়া শরৎ কলোনিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন রঘুনাথ। আন্তর্জাতিক কার্গোর চার তলায় জওয়ানদের থাকার যে ব্যারাক আছে, সেখানে বুধবার সকালে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, বাজারে প্রচুর টাকা ঋণ ছিল ওই জওয়ানের। সেই কারণে তিনি আত্মঘাতী হন।

আগুন দমদম বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুপুরে হঠাৎ-ই আগুন লাগে দমদম বিমানবন্দরে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমানবন্দরের একটি স্টল। ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। সেইখান থেকেই আগুন লেগে যায় বলে খবর। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল কর্মীরা। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, কলকাতা বিমানবন্দরের দমকলের দশ নম্বর গেটে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। অনুমান করা হচ্ছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়ে একটি ব্যানারে। সেইখান থেকে আগুন ধরে যায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে পুরো ব্যানারটি। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। দ্রুত তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে, বুধবার থেকে শুরু হল বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই সম্মেলন চলবে ২ দিন। ৪০টি দেশের ২০০ জন প্রতিনিধি-সহ মোট ৫ হাজার বিশিষ্ট শিল্পপতি-শিল্প বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। ৪০টির মধ্যে ২০টি দেশ পার্টনার, এ কথা জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ২০টি দেশের রাষ্ট্রদূত কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। আর তাঁরা আসেন এই বিমানবন্দর দিয়েই।

খড়দা স্টেশন এলাকায় মাও পোস্টার, ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন: খড়দা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পড়ল মাও পোস্টার। মঙ্গলবার রাতে স্টেশন চত্বরে মাও পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে যায়। স্টেশন সংলগ্ন জনবহুল এলাকায় মাও পোস্টার ঘিরে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পোস্টারে ছত্রিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে বিপ্লবী কৃষক যোদ্ধা ও জনগণের ওপর শাসক শ্রেণির হত্যালীলার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। পাশাপাশি ফ্যাসিস্ট শাসকদের তরফে কৃষক বিপ্লবীদের ধ্বংস করার হুমকির জবাব দিতে দিকে দিকে বিপ্লবী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিকে মাও পোস্টারের খবর পেতেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রহড়া থানার পুলিশ। তাঁরা মাও পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্টেশনের কাছে জনবহুল এলাকায় মাও পোস্টার তো আতঙ্কের বিষয়।' আরেক বাসিন্দা মিলন দাসের কথায়, 'চারজনকে পোস্টার লাগাতে দেখা গিয়েছিল। কি উদ্দেশ্যে ওরা পোস্টের মারলো, তা জানি না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাও পোস্টারে আতঙ্ক তো হবেই।' তদন্তে নেমে রহড়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই বুধবার ভোরে খড়দা অঞ্চলে তল্লাশি চালিয়ে মাওবাদী সংগঠনের সাত নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা নেত্রীও আছেন। ধৃতদের দাবি, অভয়ার সঠিক বিচারের দাবিতে এদিন তাঁরা স্বাস্থ্যভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। সেই কর্মসূচি বানচাল করতেই পুলিশ তাদেরকে পাকড়াও করেছে। ধৃত মাও নেতাদের হুঁশিয়ারি, অভয়ার বিচারের দাবিতে তাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু নেতাজিনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফ্ল্যাট থেকে মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃতের নাম তনুশ্রী মাঝি। পেশায় বিউটিশিয়ান। দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলিবাগানে স্বামী এবং চার বছরের কন্যাসন্তানকে থাকতেন তনুশ্রী। ফ্ল্যাটের নিচেই বিউটি পার্লার রয়েছে তাঁর। ওই ফ্ল্যাটে নিয়ে থাকতেন তনুশ্রী। খুন নাকি আত্মহত্যা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বধূর বাপের বাড়ির লোকজনের দাবি, মহিলার স্বামী খুন করেছেন তাঁকে। নেতাজিনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

এক প্রতিবেশীর দাবি, বুধবার সকালে মেয়েকে তাঁদের বাড়িতে দিয়ে যান। বিউটি পার্লার কর্মীর দাবি, ওই সময়ের মাঝে পার্লারে আসেন তনুশ্রী। ফোনে দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবত স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। এরপর ফ্ল্যাটে চলে যান। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পর মহিলার মেয়েকে ফ্ল্যাটে দিতে যান প্রতিবেশী। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট না পাওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অ্যাডমিট কার্ডই পায়নি। ফলে এই ৫০ জনের পরীক্ষা দেওয়া নিয়েই তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। ডিরোজিও ভবনে মঙ্গলবারই বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। সঙ্গে ছিলেন অভিভাবকরাও। তবে এই ঘটনার জল গড়াল হাইকোর্টে। আদালতের দ্বারস্থ হল বহু ছাত্রছাত্রী। এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলা দায়ের করার আবেদন। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি বসু। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি।

এক অভিভাবক বলেন, 'আমার মেয়েটা যদি পরীক্ষা দিতে না পারে, এরপর যদি কিছু করে বসে তাহলে তো আমারই গেল। আমি পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। কিন্তু বাকিরা কথা বলেছেন, তাঁদের বলা হয়েছে, আর কিছু করা যাবে না।' শিক্ষিকা বলেন, 'পোর্টাল সব নাম দেখায়। কিন্তু আমাদেরও তো প্রথম। আমাদেরও কিছু ভুল হয়েছে। এক পরীক্ষার্থীর বদলে অন্য পরীক্ষার্থী এনরোলমেন্ট পেয়ে গিয়েছে। বাইরের কেউ নয়, স্কুলেরই ছাত্র। টেস্ট পরীক্ষা দেয়নি, এমন ছাত্রও এনরোলমেন্ট পেয়ে গিয়েছে। আমাদের আবেদন ছিল, আমাদের আরেকবার সুযোগ দেওয়া হোক, নাহলে এই বাচ্চাগুলো ২০২৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে না।' একই সুর অপর এক অভিভাবকের গলাতেও। তিনি জানান, '৯ লক্ষ ছেলের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, তাহলে ৫০জন ছেলের কেন ব্যবস্থা করা যাবে না? এই সামান্য উপকারটুকু কেন করা যাবে না?' এবিষয়ে প্রধান শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি চন্দন মাইতি বলেন, 'এর দায় সম্পূর্ণ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের। দীর্ঘদিন নির্বাচন না করে মনোনয়নের মাধ্যমে চলছে। কোনও নির্বাচন না করে অটোনমাস একটি বডি তৈরি করেছে। যদি কোথাও কোনও অঘটন ঘটে, রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়িত্ব নিতে হবে।' তিনি বলেন, 'কেবল অনলাইনে একটা এডিট অপশন দিলেই, কাজটা হয়ে যায়, সেটুকু করার ক্ষমতা এই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নেই। ওরা ইগো সেন্ট্রিক হয়েছে। অহংকারী মনোভাব দেখাচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, অনলাইন বিভ্রাটের জেরে ফর্ম ফিলামে গন্ডগোল। আর তার জেরেই এই ৫০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এখনও পর্যন্ত অ্যাডমিট কার্ড পায়নি। মঙ্গলবার তারা ডিরোজিও ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। অভিভাবকদের স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, এখন আর কিছুই করা সম্ভব নয়। আর তাতেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিভাবকরা।

বন্ধন ব্যাঙ্ক

বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
CIN: L67190WB2014PLC204622
নিবন্ধিত অফিস: DN 32, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-700091
টেলিফোন: (033) 66090909, ওয়েবসাইট: www.bandhanbank.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড ('ব্যাঙ্ক')-এর গড়িয়া শাখাটির স্থানান্তরকরণ / স্থান পরিবর্তন করা হবে এবং নিম্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী নতুন প্রেমিসেসে খুলবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সংশ্লিষ্ট শাখাটির আইএফএসসি এবং এমআইসিআর-এ কোনো পরিবর্তন হবে না।

শাখার নাম এবং বিদ্যমান ঠিকানা	শাখার নাম এবং প্রস্তাবিত নতুন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা থেকে পরিচালনার অস্থায়ী তারিখ
গড়িয়া শাখা শাখা কোড: 1345 112/1, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, গড়িয়া, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-700047	গড়িয়া শাখা শাখা আইডি: 1345 214 বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কেএমসি ওয়ার্ড নং. 110, কোলকাতা - 700084	এপ্রিল 16, 2025

যে সকল গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের উপরোক্ত বিদ্যমান শাখায় সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা গ্রহণ করেছেন, তাদের স্থানান্তরের তারিখের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে লকার খালি করার জন্য বা লকার সুবিধাটি বন্ধ করার জন্য। যদি কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাখার সাথে যোগাযোগ না করেন, তাহলে সেফ ডিপোজিট লকারগুলি গ্রাহকের ঝুঁকি এবং দায়িত্বের সাথে নতুন ঠিকানায় বাস্তবিকভাবে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেফ ডিপোজিট লকারে থাকা বিষয়বস্তুর যে কোনো উপায়ে, কোনোরূপ ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ থাকবে না।

কোনোরূপ অসুবিধার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

তারিখ: এপ্রিল 16, 2025
স্থান: গড়িয়া

অনুমোদিত কর্মকর্তা

সম্পাদকীয়

দেশ গঠনকারী প্রতিনিধিদের মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু মনান্তর একেবারে কাম্য নয়

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে মাইলফলক। তবুও তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উদ্ভূত অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সাক্ষী দিল্লির রাজনীতি। শেষকৃত্য কোথায় হবে, সেখানে কি গড়ে উঠবে স্মৃতিসৌধ?; এ নিয়ে টানাপড়েন সরকার ও বিরোধীপক্ষের। ফলে এমন ব্যক্তির শেষকৃত্যেও একে অন্যের প্রতি শীতল মনোভাব দেখালেন ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনীতির বাদশারা। বাক্য বিনিময় হল না; জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ দৃশ্য বিরল। বেরিয়ে পড়ল দেশের শাসকের দাঁত নখ ও কঙ্কাল। সংসদে নানা অধিবেশনে সরকার ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে মতপার্থক্য অভিপ্রেত এবং সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। প্রশ্ন, দেশ গঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন যাঁরা তাঁদের মতান্তর থাকতে পারে কিন্তু মনান্তর হবে কেন? স্পিকার নীরব কেন? তাঁর ভূমিকা কী? অতীতের স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়; 'আপনার আচরণ জনগণ দূরদর্শনে দেখছেন।' অতীত হাতড়ালে দেখা যাবে, বৈদেশিক কূটনীতি বা দেশের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সমস্যা সমাধানে শাসক শিবিরের শীর্ষ নেতারা বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, মনমোহন সিংহ, অটলবিহারী বাজপেয়ীরা এই পথেরই পথিক। তা হলে অতীত থেকে শিক্ষায় অনীহা কেন? আজ লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা হচ্ছে! এও এক ঐতিহাসিক নৈরাজ্যের ছবি। যাঁর অভিভাবকত্ব ও দূরদর্শিতায় ভারতের আমজনতার আস্থা, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে যাবতীয় বক্তৃতায় দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দোষারোপ করে থাকেন। বিজেপি সরকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে আজ শরিক-নির্ভর হয়ে পড়ায় কি ভীত-সন্ত্রস্ত? হয়তো তারই ফলে খরস্রোতে পড়া কেন্দ্রীয় সরকার বঙ্গের তৃণমূল সরকারের সঙ্গে আঁতাঁত রেখে চলেছে। তার উদাহরণ হয়ে থাকবে আরজি করের ঘটনা। সারা বিশ্ব যখন নিন্দায় তোলপাড় তখন অমিত শাহ বঙ্গে এলেও সন্তান হারানো দম্পতির আহ্বানে সাড়া দিলেন না! সময়ই বলে দেবে ভারতীয় রাজনীতির এই পথ কত সর্পিল ও ত্যাজ্য ছিল। সময়ই বড় শিক্ষক।

শব্দবাণ-১৮৩

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পৃথিবীর চার দিকে ঘোরা ৩. প্রকাশ ৫. বাঁধ, জাঙ্গাল ৭.প্রীতিপ্রদ ৮. ঘর ছাওয়ার খোলা ১০. কুমন্ত্রণাদাতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মুখবন্ধ, সূচনা ২. চক্রবাল ৩. নিরানন্দ, বিমর্ষ ৪. বাণ নিক্ষেপ ৬. প্রবাহ, ঢেউ ৯. —হারানো।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮২

পাশাপাশি: ১. নিষ্কণ্টক ৩. উদ্ভব ৪. খরচ ৬. কনক ৯. পসরা ১০. মালশাট।

উপর-নীচ: ১. নিবন্ধ ২. কঙ্কর ৩. উদ্বেজক ৫. চবুতরা ৭. নর্দমা ৮. দাপট।

জন্মদিন

আজকের দিন

ভূমিন্দর সিং

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে রামেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এস শ্রীসন্থের জন্মদিন।*

ন্যায়বিচার মরীচিকা হয় দুর্নীতি বা অপরাধ চক্রকে রক্ষণে প্রশাসন মরিয়া হলে

শান্তনু রায়

আশির দশকের একেবারে গোড়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত একটি বাংলা ছবি আদালত ও একটি মেয়ে'র এক বিশিষ্ট চরিত্র সাবইন্সপেক্টর গোবিন্দ মিত্রের কথা হয়ত অনেকে বিস্মৃত-অনেকের আবার নতুন করে মনে পড়তে পারে সাম্প্রতিক নিজের কর্মস্থলে এক পড়ুয়া ডাক্তারের যৌন নির্যাতন ও খুনের তদন্তে গাফিলতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে। তপন সিংহ পরিচালিত সে ছবির (১৯৮১) সেই সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ আধিকারিককে অবশ্য বদলি হতে হয়েছিল সুপরিকল্পিত মিথ্যে অভিযোগে, উড়িষ্যার গোপালপুর ভ্রমণে আসা তিন স্কুল শিক্ষিকার একজনকে গণধর্ষনের অপরাধে তাঁরই তৎপরতায় ধৃত চার আসামীদের মধ্যে সমাজের প্রভাবশালীর পুত্রও থাকায়। বিচারে অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হলেও বদলির আদেশপ্রাপ্ত সেই পুলিশ আধিকারিক হয়ত সঙ্গত কারণেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন হয়ত দণ্ডপ্রাপ্তরা উচ্চ আদালতে খালাস হয়ে যেতে পারে যেমনটি ঘটেছে বাস্তবে এ রাজ্যের কামদুনিতে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় বছর কয় আগে। কামধুনির ঘটনার সঙ্গে আবার কিঞ্চিৎ মিল আছে সাম্প্রতিক আর জি কর কাণ্ডের-পার্থক্য মোটিভ এ।

আর জি কর কাণ্ডে রাজ্যের অধিকাংশের-হয়ত দেশেরও অনেকের সাগ্রহ নজর ছিল বিভিন্ন দিনে শীর্ষ আদালতে শুনানির দিকে যেমন তেমনই শিয়ালদহ আদালতে ধৃত সঞ্জয় রাই এর বিচারের রায়ের দিকে। রায় ঘোষণার পর রাজ্যসরকার ফাঁসির আদেশ আনতে ছুটেছে হাইকোর্টে। পিছিয়ে থাকবে কেন সিবিআই, তারাও হাজির একই আবেদন নিয়ে। কার এই আবেদন করার অধিকার আছে এই চলতি তরজায় স্বাভাবিকভাবেই নিরুৎসাহ অকালে সন্তান হারা বাবা-মা-তাঁরা তদন্তে বিবিধ গাফিলতি উল্লেখ করে এখনই দণ্ডপ্রাপ্তের ফাঁসির পরিবর্তে পুনরায় সঠিক তদন্তের ভিত্তিতে সুবিচারের দাবিতে অনড়-সেজন্য শাসকদলের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন। সেই হতভাগ্য মা-বাবার হয়ত মনে হচ্ছে শুরুতে উল্লেখিত ঐ বাংলা ছবির 'ঠ্যাঙ্গাড়ে' পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ মিত্রের মত একজন তদন্তকারী অফিসার থাকলে হয়ত মামলার এমনটি হতো না।

প্রসঙ্গত রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান প্রকাশ্যে বলছেন এই রায়ে খুশি নন। তাঁরা ফাঁসির দাবি করেছিলেন এবং সাম্প্রতিক আরও তিনটি মামলায় রাজ্য প্রশাসন 'ফাঁসি করিয়ে নিয়ে' এসেছে। সিবিআইকে দোষারোপ করে রাজ্যের দাবি তদন্তভার তাদের হাতে থাকলে তারা ফাঁসির আদেশ করিয়ে আনতে পারত। উল্লেখ করা হচ্ছে এমন গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের সংস্থান সম্বলিত অপরাজিতা বিলের কথাও।

কোন গুরুতর অপরাধে ফাঁসির সংস্থান সম্বলিত নতুন আইন পাশ করার চেয়ে অধিক জরুরী ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তকারী সংস্থার দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তাও। যদি রাজ্য প্রশাসন দুর্নীতি চক্রকে আড়াল করতে, তাদের অপরাধ গোপন করতে মরীয়া হয় কোন এক রহস্যজনক কারণে তবে ন্যায়বিচার পাওয়া নিঃসন্দেহে দুরূহ। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারাও দায়িত্ব পালন করেনি বলেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে সমাজ পরিসরে।

প্রসঙ্গত চলতি দণ্ডবিধিতেই এ জাতীয় অপরাধে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান আছে। কিন্তু শাস্তি যাবজ্জীবন না মৃত্যুদণ্ড হবে তা ধার্য করবেন সংশ্লিষ্ট বিচারক — শীর্ষ আদালতের এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী আদালতের সামনে আসা সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও পরিস্থিতি বিচারে তাঁর মতে ঘটনাটি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কিনা তা স্থির করার পর। সেক্ষেত্রে জন-আবেগের কোনও ভূমিকা থাকে না। আরজি কর মামলায়ও তাই হয়েছে। তাহলে প্রশাসনের শীর্ষস্তর কোন অধিকারে আগে থেকে নিদান দিতে পারে কি শাস্তি হওয়া উচিত কিংবা সদম্ভে প্রকাশ্যে ঘোষনা করা যায় অন্য কোন কেসে 'ফাঁসির আদেশ করিয়ে আনা' হয়েছে।

সমাজে গুরুতর অপরাধ ও হিংসার ক্রমবর্ধমান ঘটনার অনুপাতে আদালতের বিচারে অপরাধীর দোষী সাব্যাস্ত না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ দোষ প্রমাণে তদন্তে গাফিলতি। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সঠিক তদন্ত করে যথা সময়ে চার্জশিট দাখিলি মামলায়ও ঘটনার পরপরই যে বা যারা অপরাধীর চরম শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন থানা ঘেরাও করেন তারাই আদালতে বিচার চলাকালে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন না, অনেকে এমনকি নির্যাতিতা বা মৃতার ঘনিষ্ঠরাও আদালতে সাক্ষ্য দিতে এলেও সত্য গোপন করেন সাক্ষ্যে — হয়ত তাৎক্ষণিক উত্তেজনা অবসানে কিংবা ইতিমধ্যে কোন 'বোঝাপড়া' বা অন্য কোন হেতুতে।

আরজি কর কাণ্ডে সাক্ষ্য প্রমাণাদি লোপাটের অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ তদন্ত করে আইনে সোপর্দ না করে আসামীর ফাঁসির দাবিতে রাজ্য প্রশাসন ও সিবিআই এর ত্বরিত ও অতিসক্রিয়তার এই প্রতিযোগিতাও (দুষ্ট লোকে বলছে এও সেট আপ) অস্বাভাবিক। অন্যদিকে রায় প্রকাশের পর কিছু প্রশ্ন উঠছে সমাজ পরিসরে, সেই নির্যাতিতা ও বীভৎসভাবে খুন হওয়া পড়ুয়া ডাক্তার মেয়েটির হতভাগ্য পরিবার কি আদৌ বিচার পেল — অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আইনে সোপর্দ করা গেল? সত্য কি প্রকাশ পেল? তদন্তের গাফিলতি ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় নির্যাতিতার পরিবার আজ সমালোচনা ও কটাক্ষের সম্মুখীন রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের দ্বারা যারা ঐ নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরও দুঃখিত লজ্জিত না হয়ে ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিদার প্রতিবাদীদের আক্রমন করে গেছেন লজ্জাহীনভাবে। মেডিকেল কলেজগুলিতে গজিয়ে ওঠা দুষ্টচক্রের 'থ্রেট কালচার' এর মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ুয়াদের নিজেদের তাবে এনে হাসপাতালে হাসপাতালে মায় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতির মুক্তাঞ্চল তৈরি করার কাজে বহুদিন ধরে ব্যাপৃত থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসন ও শাসকদলের অদ্ভুত আচরণে আগেই প্রশ্ন জেগেছিল — যে ব্যাপক দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়াটিই দেখা যাচ্ছিল তাকে কি সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হবে? 'তিলোত্তমা'র নৃশংস হত্যারহস্য কি সমাধান হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীদের কি যথাযথ শাস্তি হবে। মনে রাখতে হবে প্রশাসনের সার্বিক ব্যর্থতা ও অন্যায় ঢাকতে মঞ্চে 'ফাঁসি চাই' 'ফাঁসি চাই' উচ্চকিত শ্লোগান তুলে বা হাতে গরম পদ্ধতি বাতলে অপরাধীকে এনকাউন্টারে খতমের হঠকারি নিদান দেওয়া হয়েছে ঘটনা অভিঘাতে উত্তাল গণপ্রতিবাদের প্রেক্ষিতে আবেগাপ্লুত সাধারণ মানুষকে সস্তা চমক দিয়ে হাততালি পেতে । এনকাউন্টার তত্ত্ব কিংবা বিচারের আগেই ফাঁসির নিদান দলীয় লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রশাসনিক পঙ্গুতা ও অকর্মন্যতা থেকে দৃষ্টি ঘোরান্যে এক কৌশল হলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মুখে এমন শাস্তিপ্রদানের দাবি ছিল একেবারেই বেমানান। বিচারব্যবস্থাকে এড়িয়ে ধৃতকে এভাবে নিকেশ করার মানসিকতা ও প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আদৌ সমর্থনযোগ্যও নয়। অধিকন্তু এক্ষেত্রে হত নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি সৎকার এর মত ধৃতের এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘটিয়ে বা ফাঁসি দিয়ে তথ্য প্রমাণ লোপাট করে আসল অপরাধীকে আড়াল করাই কি রাজ্য প্রশাসনের লক্ষ্য এ সঙ্গত প্রশ্নও উঠেছে। আবার সিবিআই এর দাখিলি ষ্টেটাস রিপোর্ট দেখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি 'খুবই খারাপ ও বিচলিত করার মত' মন্তব্য করে সিবিআইকে তদন্ত সম্পূর্ণ করতে অনেক সময় দিয়ে মৃতা নির্যাতিতার বাবার উদ্বেগের সাথে সহমর্মী হয়ে তাঁর চিঠিতে উল্লেখিত সূত্রগুলিও সিবিআই কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিলেও ধৃত সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসির বিরুদ্ধে কেন সিবিআই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমনকী আজ পর্যন্তও চার্জশিট দাখিল করল না এর কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। সাধারন জ্ঞানেই বোধগম্য যে সঙ্ঘটিত অপরাধ এক জনের পক্ষে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ চার্জশিট দাখিল না করায় ইতিমধ্যেই ওই দু'জন জামিনে মুক্ত।

রায়ে আসামী সঞ্জয়কে আজীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়ায় বিতর্ক হচ্ছে বিভিন্ন পরিসরে ঐ ঘটনা কি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' শ্রেণীতে পড়ে না? এ ব্যাপারে শীর্ষ আদালতের দিক নির্দেশিকা বিধৃত আছে বচ্চন সিং বনাম পঞ্জাব (১৯৮০), মেচি সিং বনাম পঞ্জাব (১৯৮৩) এবং লেহনা বনাম হরিয়ানা (২০০২) ইত্যাদি কিছু মামলার রায়ে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে বিতর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই যে রাজ্য প্রশাসন যেন আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছিল কে তাদের মতে অপরাধী এবং তাকে কত তাড়াতাড়ি ফাঁসি দিয়ে দেওয়া যায়। অভিযোগ সেই অনুযায়ীই তদন্ত হয়েছে এবং সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার আগে এবং যে সময় পাওয়া গেছে তাতে যতটা সম্ভব সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, পরেও চেষ্টা হয়েছে। ঐ নারকীয় ও বীভৎস ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতেও অতিতৎপর রাজ্য প্রশাসন।

পরিশেষে, ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ — গনতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ন স্তম্ভ। ভারতীয় সংবিধান বিচার বিভাগকে আইনের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সোপর্দ করেছে। এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইদানীং প্রায়শ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর এবং বিভিন্ন উচ্চন্যায়ালয় ও দেশের শীর্ষ ন্যায়ালয়ের বিভিন্ন রায়ের প্রেক্ষিতেও। আরজি কর ঘটনা নিয়েও শীর্ষ আদালতের বিভিন্ন পদক্ষেপে, কখনও অতিসক্রিয়তা কখনো মূল ইস্যুর শুনানীতে তুলনায় কম গুরুত্ব প্রদানের প্রেক্ষিতে সংশয় জাগেনি তা নয়। ঐ ঘটনার তদন্তভার সিবিআই-এর উপর ন্যস্ত করে কোলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশের পরপরই তড়িঘড়ি শীর্ষ আদালত এক রোববারেই (১৮ই আগস্ট) বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) হয়ে গ্রহণ করে কোন পক্ষের আবেদন বিনাই শুনানীর দিন ধার্য করে যদিও ধার্য দিনগুলিতে দীর্ঘ শুনানীকালে হাসপাতালের এক শক্তিশালী দুষ্টচক্র দ্বারা সংঘটিত ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম গুরত্ব পেয়েছে। এখনও মামলাটির শুনানি সম্পূর্ণ হয় নি। এ দিকে নিম্ন আদালতে এক জন আসামীর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা হয়ে গিয়েছে যদিও সহজেই বোধগম্য সংঘটিত অপরাধ তার একার দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাই প্রশ্ন উঠছে আইনিচর্চায় সেদিন কি শীর্ষ আদালতের পক্ষে এত জরুরি ছিল এক ছুটির দিনে স্বতঃ প্রণোদিত হস্তক্ষেপের — কার স্বার্থে সে পদক্ষেপ? দেশের শীর্ষ আদালতের ওই অতি সক্রিয়তায় আসলে কার লাভ হল বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো?

প্রসঙ্গত, কোলকাতা হাইকোর্টে মামলা ফেরানোর আর্জি জানিয়ে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের তরফে ইতিমধ্যে নতুন মামলা করা হয়েছে শীর্ষ আদালতে।

রাজনীতি প্রভাবিত প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতায় এবং বিচার পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রিতায় হতাশ দুর্গতদের অনেক বিভ্রান্ত মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে আইনের চোখে সকলেই সমান- এ কি নিছকই তত্ত্ব? এ যে নিছক তত্ত্ব নয় তা প্রমাণের দায়িত্ব প্রধানত বিচারব্যবস্থার-তবে সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও। প্রসঙ্গটি আবার আলোচনায় এসেছে সাম্প্রতিক আর জি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে।

প্রসঙ্গত প্রায় অর্ধ শতক আগে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার আসন প্রকম্পিতকারী এলাহবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের এক মামলায় এক সাহসী ও নির্ভীক বিচারপতির আলোড়ন সৃষ্টিকারি সাহসী ও নিরপেক্ষ রায়ের জন্য বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ১৯৭৫ এর ১২ই জুন দিনটি সত্যই ভারতীয় ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার পক্ষে অতীব গরিমার দিন হিসেবে সুচিহ্নিত — হয়ত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। সে ক্ষণে হয়ত প্রতীতি জেগেছিল সকল মনে — চরম প্রতিকুলতার মাঝেও কেবল বিচারব্যবস্থাই পারে এমন সদর্থক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে। সেই গৌরবান্বিত উত্তরাধিকার কি আমরা যথার্থ বহন করতে পারছি এ আত্মজিজ্ঞাসাই হয়ত প্রণোদনা যোগায় বহুশ্রুত প্রবাদ Justice is blind অর্থাৎ ন্যায়বিচার পক্ষপাতশূন্য ও নৈর্বক্তিক-বন্ধু-শত্রু, ধনী-নির্ধন নিরপেক্ষ বাস্তবায়নে। গণতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুত করতে নিঃসন্দেহে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখতে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বিচারবিভাগের নিজেরই — এ ব্যবস্থার উপর সাধারণের আস্থা সুরক্ষিত রাখারও।

আনন্দকথা

(পূর্বকথা — বর্ধমানপথে — দেশযাত্রা — নকুড় আচার্যের গান — শ্রবম)

''আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দেখি। ও-দেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়িতে বসে — এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ির সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটল। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত! — আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন রাম রাম বলছি, কখন কালী কালী, কখন হনুমান হনুমান — সবরকমই বলছি, এ কিরকম বল দেখি।''

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায় — মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয় — বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্মশান দখলে সংঘর্ষে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ

অপরপক্ষের মারে গুরুতর জখম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: দুই গ্রামের মাঝে থাকা শ্মশান দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের চেহারা নিল বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের কাটোরা ও লালবাঁধ এলাকায়। দুই গ্রামের মাঝে থাকা ওই শ্মশান দখলের সময় স্থানীয় তৃনমূলের অঞ্চল সভাপতি বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ। পালটা স্থানীয়দের মারে গুরুতর জখম হয়েছেন তৃণমূলের ওই অঞ্চল সভাপতি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খন্ডঘোষে এবং পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাও হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটোরা ও লালবাঁধ গ্রামের মাঝে একটি শ্মশান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই শ্মশান ব্যবহার করে আসছেন স্থানীয় দুই গ্রামের মানুষেরা। অভিযোগ, বেলুট রসুলপুর এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তাপস বারি বেশ কিছু লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানের সেই জায়গা দখল করার চেষ্টা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, লালবাঁধ গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দাকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার ওই তৃণমূল নেতা কাটোরা গ্রামে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে মারধর করেন।

বুধবার সকালে ফের সেই জায়গার দখলদারি নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতা বোমাবাজি করে জোর করে জায়গাটি দখল করার চেষ্টা করলে কাটোরা গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়ায়। দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে গুরুতর ভাবে জখম হন তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি তাপস বারি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে খণ্ডঘোষ হাসপাতালে ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সংঘর্ষের যাবতীয় দায় ওই তৃণমূল নেতার দাবি কাটোরা গ্রামের সাধারণ মানুষের।

আহত তৃণমূল নেতা তাপস বারির দাবি, ওই জমিটি যাদের সেই চাষিরাই জায়গাটি দখল করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের ডাকেই ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বাধা দেওয়া গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার জেরেই তাঁর ওপর সশস্ত্র আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণকারীরা বিজেপির লোক বলেও দাবি আক্রান্ত তৃণমূল নেতার। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করতে গিয়েই এভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছে তাপস বারিকে।

প্রধান শিক্ষককে তালা দিয়ে স্কুলে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বিদ্যালয়ে তালা দিয়ে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের দাবি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস চ্যাটার্জি বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেননি। কেন প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার আয়োজন করলেন না। সেই দাবি তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা বুধবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে দীর্ঘক্ষণ উপোস থাকার পরেও তারা বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারল না। সুদীপ চ্যাটার্জি বিমান বাগদি নামের স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজের ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো করেননি। এটা বাংলাদেশ নয় এটা পাকিস্তান নয় এটা ভারতবর্ষ এটা পশ্চিমবাংলা। এখানে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো কেন হবে না। তবে যতক্ষণ না প্রধান শিক্ষক এই ঘটনার সদুত্তর দিচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁকে তালা বন্ধ করে রাখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা।

বিদ্যালয়ের স্টপ গ্যাপ শিক্ষক নির্মল সরকার প্রধান শিক্ষকের ওপর দায় ঠেলে দিয়ে পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যান। প্রধান শিক্ষক দেবাশিস চ্যাটার্জিকে সংবাদমাধ্যম একাধিকবার প্রশ্ন করলেও, কোনও উত্তর দেননি তিনি।

পুরশুড়ার সামন্ত রোডের ওপর সেতুতে ওঠার ও নামার রাস্তা বেহাল, ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বহু প্রতিশ্রুতির পর আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ব্লকের সামন্ত রোডের সংস্কার হলেও পাকার সেতুগুলির ওঠার মুখের রাস্তা ও নামার রাস্তা বেহাল। পাশাপাশি পাকার সেতুর ওপরে পিচ উঠে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা। বীভৎস ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে এলাকা। পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীদের নাজেহাল অবস্থা। এমনকী বাসের ড্রাইভার থেকে শুরু করে লরি, ট্রেকার-সহ চার চাকা গাড়ি ও মোটর বাইকগুলিকে বিপদজনকভাবে ওই সেতুগুলির উপর যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ জমা হয়েছে। প্রায় আট-দশ কিমি রাস্তার উপর ছোট ছোট আটির মতো পাকার সেতুতে ওঠার মুখে এবং নামার রাস্তা স্তার ভয়ংকর পরিস্থিতি।

এই বিষয়ে চিলাডাঙ্গী এলাকার বাসিন্দা রমেশ দোলুই বলেন, বহু প্রতিক্ষার পর পুরশুড়ার ব্লক অফিস পেরিয়ে সামন্ত রোডের প্রবেশের মুখ থেকে প্রায় চিলাডাঙ্গী পর্যন্ত রাস্তা স্তা সংস্কার হয়। কিছু ব্রিজের ওঠার মুখে ও নামার রাস্তার কোনও কাজ হয়নি। এমনকী ব্রিজের উপরে পিচ উঠে যাওয়ায় লোহার রড বের হয়ে ও বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। খুব সাবধানে চলাচল করতে হচ্ছে। পুরশুড়ারা সামন্ত রোড খুবই ব্যস্ততম রাস্তা ও যোগাযোগ মাধ্যম। কারণ ওই রাস্তার দুই পাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিজ জমি রয়েছে। হাজার হাজার চাষি মাঠের ফসল গাড়ি করে ফসল খামারজাত করে। এমনকী ওই রাস্তাটি খানাকুল থেকে শুরু করে বালিপুর, ছত্রশালসহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু সেতু-সহ রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে উদাসীন প্রশাসন। সমস্যায় সাধারণ মানুষ। আসলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়লেও বর্তমান শাসক দল ও প্রশাসনের কি এসে যায় বলে কটাক্ষ বিরোধীদের। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, তৃণমূল কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করে না। শুধু কাটমানি খায়। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা বলেন, ওই রাস্তাটি হুগলি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে নয়। পিডব্লুডির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেতুগুলি ও সেতুগুলি ওঠার মুখের রাস্তা কেন বেহাল তা নিয়ে কথা বলা হবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত কাজ করা হবে। অপরদিকে পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনীশ রঞ্জন মাঝি বলেন, হুগলি জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। আশা করি হয়ে যাবে।

মোক্তারপুর বিলাসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম- মোক্তারপুর, পোঃ-রায়পুর, থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ
রেজি. নং -১৭৩, তাং -২৪/০৫/১৯৬৫

স্মারক সংখ্যা 03/A.R.O/2024-2025 তাং- 05/02/2025

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **মোক্তারপুর বিলাসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে **আগামি ০৮/০৩/২০২৫, শনিবার, সকাল ১০টায়** সমিতির পরিচালক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে । উক্ত সভায় কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নলিখিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের উক্ত সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে ।

স্বাক্ষর- সৌম্যাভ মুখার্জী / বিশেষ আধিকারিক

পরিচালক মন্ডলীর সদস্যের আসন সংখ্যা - ৯ (নয়), সাধারণ অসংরক্ষিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ৬ (ছয়) জন, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ২ (দুই) জন এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ১ (এক) জন ।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্র.নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
১	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০২.২০২৫ থেকে ১০.০২.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
২	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০২.২০২৫ থেকে ১১.০২.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৩	মনোনয়ন পত্র পরিক্ষা ও অব্যাবহিত পরে বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০২.২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৪	প্রার্থীর লিখিত আবেদনক্রমে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও অব্যাবহিত পরে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৩.০২.২০২৫	বৈকাল ৩ টে পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৫	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	১৩.০২.২০২৫	বৈকাল ৩ টে পর	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৬	ভোট গ্রহন (প্রয়োজন বোধে)	০৮.০৩.২০২৫	সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O
৭	ভোট গ্রহন শেষে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ	০৮.০৩.২০২৫		অত্র সমিতির কার্যালয়	সৌম্যাভ মুখার্জী A.R.O

তাং ০৫/০২/২০২৫

স্বাক্ষর
সহকারি নির্বাচনী আধিকারিক
মোক্তারপুর বিলাসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

দ্রষ্টব্য- পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী যোগ্য সদস্যরাই পরিচালক পর্ষদ নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য ।ভোট দানে সকল সদস্য/ সদস্যাদের ভোটের দিন ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত একটি সচিত্র পরিচয় পত্র আনতে হবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ,
কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN No : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল : frontlinecorplimited@gmail.com, ww.frontlinecorporation.com

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা শুক্রবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ -এ অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা।

পরিচালক, প্রবর্তক, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালকদের অবিলম্বে প্রবর্তক, মনোনীত ব্যক্তি এবং তাদের সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটতম আত্মীয়দের দ্বারা কোম্পানির শেয়ারের লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে বন্ধ রয়েছে।

ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধের উল্লিখিত তথ্যটি ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪-এ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) জমা দেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এস কে ভর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ০৫.০২.২০২৫

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)

২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
1	**শ্রী বিশ্বজিৎ সিং** পিতা নন্দ গোপাল সিং **গ্রিনফিল্ড সিটি,** ফ্ল্যাট নং ১০জি, ১১তম তল, ব্লক ৩৩, হোল্ডিং নং ই৩-৩৯৮, বেহালা, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১ **ঠিকানা** - ৫৫৫এ/৯৬, দোমাহানি রেল কলোনি, আসানসোল, বর্ধমান - ৭১৩৩৪০ **আরও ঠিকানা** - জ্যোৎস্না অ্যাপার্টমেন্ট, আরাডাঙ্গা, উষাগ্রাম, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান - ৭১৩৩০৩ **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা লোন অ্যাকাউন্ট নং : ক) ৩৯৬৮০০৪৭৬০৪ (এইচবিএল) খ) ৩৯৬৮০১৯০১৬৬ (সুরক্ষা)**	তপশিল সি (অংশ -১) **নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০২-২০২২, পৃষ্ঠা ৪০১৩৩৯ থেকে ৪০১৩৭০, দলিল নং ১৬০২১০৮১১-২০২২ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, অফিস ডি এস আর ২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** (অংশ -২) **উপরোক্ত দ্বিতীয় তপশিল উল্লেখ করে (উক্ত ফ্লাট এবং সম্পত্তি অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থানের)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০জি, ১১শ তলে, ব্লক নং ৩৩ , টাইপ জি, ক্লাসিক (এমআইজি) প্রেমিয়াম অংশে হাউসিং প্রজেক্ট নির্মিত জমিস্থিত কমপ্লেক্স **গ্রিনফিল্ড সিটি** নামে পরিচিত, পরিমাণ ৬৯৮ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের অংশের সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত ৯০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ১ (এক) কার পার্কিং খোলা জায়গায় (নং এন২১০) স্পেস।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৯.১২.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০৮.১২.২০২৪	হাউস বিল্ডিং লোন এ/সি নং ৩৯৬৮০০৪৭৬০৪ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৯৬৮০১৯০১৬৬ **২৭,৬৯,০৫৬ টাকা** (সাতাশ লাখ উনসত্তর হাজার ছাপান্ন টাকা) টাকা **১৯.১২.২০২৪** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৬.০২.২০২৫
স্থান - বেহালা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ,
ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম কর্ণার, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com
ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) ধারা ১১০ এবং ১০৮ এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং ২০ ধারা অধীনে এবং বিধিবদ্ধ সংশোধনী এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, এবং এমসিএ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ০৩/২০২২, ০৯/২০২৩, এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০,১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২, ২৩ জুন ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ , ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩এহং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যথাক্রমে (এমসিএ সার্কুলারসমূহ) এবং প্রযোজ্য সংস্থান সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, এবং সংশোধিত (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী কোম্পানি বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সদস্যগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাদের ইমেল আইডি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ)/কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এর নিকট শুক্রবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ (কাট অফ ডেট), অনুয়াযী নথিভুক্ত রয়েছে তাদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পাদন করেছে, নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাবগুলি সম্পাদনের জন্য, যা বৈদুতিন মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন নথিতথ্যের আকারে নোটিশের কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রাক আদায়দত্ত বিজনেস উত্তর দানের খাম সদস্যদের পোস্টাল ব্যালটের জন্য পাঠানো হয়নি। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কাট অপ ডেটের মধ্যে সদস্য হননি তিনি নোটিশটি কেবল সূচনা হিসেবে ব্যবহার করবেন।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে এবং কোম্পানি সকল সদস্যদের কাছে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') -এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

পরিচালনা পর্ষদ বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, বি-৪২, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ধাপা, কলকাতা-৭০০১০৫, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে:

১. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২. ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫-এ শুরু হবে [সকাল ০৯টা (আইএসটি)] এবং শুক্রবার, ৭ মার্চ, ২০২৫ [বিকাল ৫টা (আইএসটি)] -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনো ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ এবং সদস্যদের ভোটদানের অধিকারগুলি তাদের দেওয়া কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ারের মূলধন অনুপাতে হবে।
৪. পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে যা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের গ্যারান্টি দেয় না।
৫. যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.manaksia.com** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ, **www.nseindia.com**, এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com** তে প্রদর্শিত হয়েছে।
৭. সদস্যরা, যারা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড বা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ডিপোজিটরি/কোম্পানীর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা যে পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
৮. স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksia.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে (বিএসই) অবহিত করা হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই), যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সোমবার, ১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে। উপরন্তু, ফলাফলগুলি নোটিশ বোর্ডেও স্থাপন করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে।
৯. কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার **pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com** একটি অনুরোধ পাঠান।

মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনাথ বান্ধব চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০২.২০২৫

5 STAR মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড

AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ,
২য় তল, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫/+৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com
ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) ধারা ১১০ এবং ১০৮ এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং ২০ ধারা অধীনে এবং বিধিবদ্ধ সংশোধনী এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, এবং এমসিএ সার্কুলার নং ১৪/২০২০,১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ০৩/২০২২, ০৯/২০২৩, এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০,১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২, ২৩ জুন ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ , ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩এহং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যথাক্রমে (এমসিএ সার্কুলারসমূহ) এবং প্রযোজ্য সংস্থান সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, এবং সংশোধিত (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী কোম্পানি বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সদস্যগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাদের ইমেল আইডি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ)/কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এর নিকট শুক্রবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ (কাট অফ ডেট), অনুয়াযী নথিভুক্ত রয়েছে তাদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পাদন করেছে, নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাবগুলি সম্পাদনের জন্য, যা বৈদুতিন মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন নথিতথ্যের আকারে নোটিশের কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রাক আদায়দত্ত বিজনেস উত্তর দানের খাম সদস্যদের পোস্টাল ব্যালটের জন্য পাঠানো হয়নি। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কাট অপ ডেটের মধ্যে সদস্য হননি তিনি নোটিশটি কেবল সূচনা হিসেবে ব্যবহার করবেন।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে এবং কোম্পানি সকল সদস্যদের কাছে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') -এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

পরিচালনা পর্ষদ বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, বি-৪২, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ধাপা, কলকাতা-৭০০১০৫, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে:

১. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২. ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৫-এ শুরু হবে [সকাল ০৯টা (আইএসটি)] এবং শুক্রবার, ৭ মার্চ, ২০২৫ [বিকাল ৫টা (আইএসটি)] -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনো ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ এবং সদস্যদের ভোটদানের অধিকারগুলি তাদের দেওয়া কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ারের মূলধন অনুপাতে হবে।
৪. পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে যা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের গ্যারান্টি দেয় না।
৫. যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.manaksiasteels.com** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ, **www.nseindia.com**, এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com** তে প্রদর্শিত হয়েছে।
৭. সদস্যরা, যারা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড বা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ডিপোজিটরি/কোম্পানীর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা যে পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
৮. স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksiasteels.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে (বিএসই) অবহিত করা হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই), যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সোমবার, ১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে। উপরন্তু, ফলাফলগুলি নোটিশ বোর্ডেও স্থাপন করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে।
৯. কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার **pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com** একটি অনুরোধ পাঠান।

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০২.২০২৫

SKIPPER Limited

Enabling Energy Transition **through**
World Class **products and services.**

শেষ আর্থিক বছরের তুলনায় ৯এম বৃদ্ধি

- ১০% ক্লোজিং অর্ডার বই ৬৩,৫৪১
- ৫৬% ইবিআইডিটিএ ৩,২৮০
- ৫৭% রাজস্ব ৩৩,৩৬৭
- ৮০% পিএটি ১,০১৪

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের কনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

₹ মিলিয়নে, প্রতি শেয়ার ডাটা ব্যতীত

		কনসোলিডেটেড		
ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
০১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১,৩৮৯.৬৯	৩৩,৪৭১.৮২	৮,০৩৮.৩৬
০২	কার্যাদি থেকে রাজস্ব	১১,৩৫২.৪৭	৩৩,৩৬৭.২৮	৮,০১৫.৮১
০৩	ইবিআইডিটিএ (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	১,১০৯.০৭	৩,২৮০.০৭	৭৭০.৬৭
০৪	কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)	৪৮৪.২৭	১,৩৫৯.৬৪	২৯০.৫৫
০৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৩৬০.৮৭	১,০১৪.৪১	২০৪.৬৯
০৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩৭১.০০	১,০১৫.০৬	১৮৮.৯০
০৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১২.৮৫	১১২.৮৫	১০২.৬৭
৮(ক)	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি মৌলিক রোজগার (টাকায়) (বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩৫	৯.৫৬	১.৯২
৮(খ)	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি মিশ্রিত রোজগার (টাকায়) (বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩৫	৯.৫৬	১.৯২

দ্রষ্টব্য :

১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ মিলিয়নে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
০১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১,৩৮৯.৬৯	৩৩,৪৭১.৮২	৮,০৩৮.৩৬
০২	কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)	৪৮২.৫৪	১,৩৫৯.৬২	২৬৩.৬২
০৩	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৩৫৯.১৪	১,০১৪.৩৯	১৭৭.৭৬

২. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহে (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট-এ (www.skipperlimited.com) পাওয়া যাবে।

আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট দেখতে স্ক্যান করুন

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫-০২-২০২৫

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সজন কুমার বনশল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00063555

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত
ইমেল : **investor.relations@skipperlimited.com**, ওয়েবসাইট : **www.skipperlimited.com**

সরকারি জমি দখল করে ভরাটের অভিযোগ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি জমি দখল করেই বেআইনিভাবে ভরাটের অভিযোগ উঠল স্থানীয় জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই সরকারি জমির পাশাপাশি একটি ক্যানেলও বেআইনিভাবে ভরাট করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। বুধবার বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রতিবাদে সোচ্চার হন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাথর গ্রামে। ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে জমি মাফিয়ারা বেআইনিভাবে ভরাটের কাজ বন্ধ করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

যদিও দখলকারীদের দাবি, তারা স্ট্যাম্প পেপারে ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে স্থানীয় কমিটির কাছ থেকে এই জমি কিনেছেন। কিন্তু সরকারি জমি কি ভাবে স্ট্যাম্প পেপারে বিক্রি হল এ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন?

চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরের বালাপাথর এলাকায় রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের দেড় বিঘা জমি এবং একটি ক্যানেল রয়েছে। যে জমিতে স্থানীয় কৃষকরা চাষবাস করে। ওই ক্যানেল দিয়ে চাষবাস সহ এলাকার জল নিকাশি হয়। অভিযোগ, স্থানীয় কিছু জমি মাফিয়ারা এদিন বাঁশ দিয়ে ঘিরে মাটি ভরাট করছিল। তারপরে এদিন এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যদি এই ক্যানেল বন্ধ হয়ে যায় দুটি গ্রামের মানুষ ব্যাপক সমস্যায় পড়বে। বিঘ্ন হবে কৃষিকাজ। সঙ্গে তাদের প্রশ্ন কিভাবে সরকারি জমি বিক্রি হচ্ছে। এ নিয়ে তারা প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিন বিক্ষোভের ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। এব্যাপারে অবশ্য জেলা সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া মেলেনি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুরজিৎ দাস জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভস্মীভূত বাড়ি, অ্যাডমিট পুড়ে দিশেহারা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মঙ্গলবার গভীর রাতে হাওড়ার বাগনানের হাল্যান গ্রামে একটি বাড়িতে আগুন লেগে যায়। এরপর বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলেন্ডার ফেটে তিনজন গুরুতর জখম হয়। তার মধ্যে একজন নাবালিকা এবং দু'জন প্রৌঢ়। এছাড়াও এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট পুড়ে গিয়েছে। আহতরা তিনজনই উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের নাম আখতার আলি (৫৪), ইমরান সুলতানা (১৬) এবং রিয়াজুল আলম (৫২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিয়াজুলরা চার ভাই। তারা দু'তলা বাড়ির টালির ছাউনিতে বসবাস করে। দু'তলায় ৬টি ঘর রয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় রিয়াজুল সাহেব ঘরের ভিতরে আগুন জ্বলতে দেখে দ্রুত বেরিয়ে চেঁচামেচি করে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ঘর থেকে দ্রুত বের হতে বলেন। আগুনের লেলিহান এতটাই ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাড়ির মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তখনই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে তিনজন আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বাগনান থানার পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বাগনান

মুগ কল্যাণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরে সেখান থেকে তাদের উলুবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গিয়েছে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড পাশাপাশি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত আর কয়েকদিন পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। তার আগেই অ্যাডমিট কার্ড পুড়ে যাওয়ায় এখন কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রেশমা ইয়াসমিন। প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুড়ে যাওয়ায় ওই পরিবারগুলি এখন দিশেহারা। প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন করে ওই পরিবারগুলি।

বাগনান ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নেহাল আহমেদ বলেন, দুর্গতদের বুধবার রান্না করা খাবার দেওয়ার পাশাপাশি চাল ডাল সহ রান্নার সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাশের একটি কমিউনিটি হলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে সমস্ত বই পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। যে ছাত্রী মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড পুড়ে গিয়েছে সে যাতে দ্রুত এডমিট কার্ড পায় তার জন্য শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে এই আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

ফের খোলামুখ খনির বিস্ফোরণে পাথর ছিটকানোর অভিযোগ

নিরাপত্তারক্ষীদের আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ইসিএলের নিরাপত্তারক্ষীদের গ্রামের মাঝে আটকে রেখে কয়লাখনির ভয়াবহ বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ঘটনাটি ঘটে বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ রানিগঞ্জের এগারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারানকুঁড়ি মুচিপাড়া এলাকায়।

জানা যায়, এদিন দুপুরে বাড়ির সদস্যরা যখন দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে বিশ্রাম নিচ্ছিল তখনই কয়লাখনির ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর, তিনটি বৃহৎ আকারের পাথর এসে আছড়ে পড়ে তাদের বাড়ির সামনে ও সামনে থাকা ইটভাটায়। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। এর আগে প্রায় তিন থেকে চার দফায় ওই এলাকা থেকে বিস্ফোরণের বিরোধ করে, কয়লাখনিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়, বেশ কয়েক দফায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে বাড়িঘরও ভাঙে, আহত হন অনেকে। আর তারপর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকে ওসিপি, যদিও পরবর্তীতে গ্রামবাসীদের ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করে নিয়ন্ত্রণে রেখে বিস্ফোরণ করা হবে বলে কয়লাখনি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

কিন্তু আশ্বাসই সার, এবার ফের জোরালো বিস্ফোরণে পাথর ছিটকে পড়ায় আতঙ্ক অনেকটাই বেড়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, যে কোনও সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই এ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে তাদের সেই এলাকা থেকে পুনর্বাসন দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে কয়ল খনিতে কয়লা কাটুক ইসিএল, বলেই দাবি করেছে তারা। এদিন দুপুর ছাড়িয়ে বিকেল হয়ে পড়লেও ইসিএলের নিরাপত্তারক্ষীদের গ্রামবাসীরা পাউরুটি, মিষ্টি, বিস্কুট, জল খাইয়ে বসিয়ে রেখেই তাঁরাবিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে যান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইসিএলে রনিরাপত্তারক্ষীরা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা লক্ষ্য করার পর দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, সে বিষয়টি লক্ষ্য করেই তাঁরা ইসিএলের ওই দু'জনকে গ্রামেরই এক প্রান্তে বসিয়ে রাখেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তারা বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করলেও, বিক্ষোভকারীরা এই বিস্ফোরণ বন্ধ না হলে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেই দাবি করেন। অনেকেই দাবি করেন, মানুষজনদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে খোলামুখ কয়লাখনি বন্ধ করে দিক ইসিএল। এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য দাবি করেছে, বিষয়টিকে নিয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে এর সমাধান সূত্র বের করার উদ্যোগ নেবে তারা।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, মৃত ১, জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে খুন হল একজন। গুরুতর জখম হয়েছে আরও দু'জন। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার খেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠালপাড়া এলাকায়। আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এই সংঘর্ষের ঘটনার পর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন (৪২)। আহত দুজনের নাম উসমান আলি (৩৮) এবং মকবুল হোসেন (৩৬)। এরা দু'জনেই মৃত সাদ্দাম হোসেনের আত্মীয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালপাড়া এলাকায় একটি ছয় বিঘার জমির দখলদারী নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত। রতুয়া থানার ভাদো এলাকার সাইদুল ইসলাম ও তার দলবল গত পঞ্চাশ বছর ধরে চাঁচলের কাঁঠালপাড়া এলাকার ওই ছয় বিঘা জমিটি ভোগ দখল করছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু ওই জমিটি নিজেদের বলে দাবি করে চাঁচলের কাঁঠালপাড়া এলাকার বাসিন্দা জার্জিস আলি ও তার পরিবার। গত কয়েক মাস ধরে এই জমির দখলদারি নিয়ে ওই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে সাইদুল ইসলাম দলবল নিয়ে ওই ছয় বিঘা জমিটি ঘেরার পরিকল্পনা নেই। সেই সময় জার্জিস আলির পক্ষ নিয়ে সাদ্দাম হোসেন ও তার দলবল বাঁধা দিতে যায়। তখনই দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। সেই সংঘর্ষের মধ্যে সাদ্দাম হোসেনকে বাঁশ, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং ধারালো রক্ত দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এই সংঘর্ষের মধ্যে সাদ্দামকে বাঁচাতে গিয়ে তার দুই আত্মীয় জখম হয়েছে।

চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। পুরো ঘটনাটি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে চাঁচল থানায়। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করে পথ অবরোধ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধী বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করে এবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল পথে নামল। বুধবার আরামবাগের মুথাডাঙা এলাকায় আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়কেও ওপরে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে তারা রাস্তার ওপরে বসে পড়েন। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি পলাশ রায়, যুবনেতা শেখ শাহনাজ সহ একাধিক নেতৃত্ব এই অবরোধে সামিল হন। পলাশ রায় নিজেই এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন। আরামবাগের মুথাডাঙা এলাকায় এদিন বেশ কিছুক্ষণ এই অবরোধ চলে। আর এর জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের শিকার হয় এই ব্যস্ততম রুট। তাতে যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে যায়। তাতে করে আটকে পড়েন বহু নিত্য যাত্রী। এদিন পলাশ রায় অবরোধ চলাকালীন বলেন, এই

বাজেট জন বিরোধী বাজেট। কারা এর সুবিধা পাবেন। বেছে বেছে মোদি সরকারের মন্ত্রীরা নিজেদের সুবিধার্থে এই বাজেট করেছেন। সামনেই বিহারে ভোট আছে। সেখানে যাতে ভালো ফল করতে পারে বিজেপি সেই দিকে তাকিয়ে এই বাজেট করা হয়েছে। এতে সাধারণ গরিব মানুষের কি সুবিধা হয়েছে বলুন। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। তবে কিছুক্ষণের জন্য আমরা প্রতীকী এই অবরোধ করেছি। যারা নিত্য যাত্রী তাদের উদ্দেশ্যে আমরা কিছুক্ষণ সময় চেয়ে নিলাম। তবে আমরা এক সাইডে বসে অবরোধ করেছি। বিজেপির বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, তৃণমূলের আর কোনও ইস্যু নেই। তাই এই সব উল্টো পালটা ইস্যু নিয়ে সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে অবরোধ করেছেন। মোদিজি দারুণ বাজেট করেছেন। জনমুখী বাজেট হয়েছে।

সরস্বতী পূজার পুরস্কার বিতরণীতে ঝামেলায় ছুরিকাহত চার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মঙ্গলবার রাতে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে নব কাজোরা কুড়মি পাড়ায় আয়োজন করা হয়েছিল ছোটদের খেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় অতিথি কে হবে তা নিয়ে শুরু হয় বচসা, মারপিট। ধারালো অস্ত্র নিয়ে চলে আক্রমণ। ঘটনায় ছুরিকাঘাতে আহত হন চার ব্যক্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুড়মি পাড়ার সরস্বতী পুজোয় ছোটদের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন রাজকুমার ভূঁইয়া নামে এক ব্যক্তি। মূলত তাকে কেন্দ্র করেই হয় ঝামেলার সূত্রপাত। স্থানীয় সাহিল (বাবলু) সিং, যোগিন্দর প্যাটেল, সানি সিংরা রাজকুমার বাবুকে অতিথি করা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তাঁকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ধমকি দেন। এতে রাজকুমারবাবু ও পুজোর আয়োজকরা রুখে দাঁড়ান। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের মারধর করা হয়, ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ করেন রাজকুমারবাবু। ছুরির আঘাতে আহত হন রাজকুমার, পঙ্কজ গৌড়, উপেন্দ্র গৌড়, মহেন্দ্র গৌড়রা। ছুরি নিয়ে তাদের ওপর হামলা করার অভিযোগ ওঠে সাহিল, যোগিন্দর, সানি ও তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার পুলিশ। হামলার অভিযোগে সাহিল সিং ও যোগিন্দর প্যাটেলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় হামলায় ব্যবহৃত ধারালো চাকু। ছুরির আঘাতে আহত পঙ্কজ কুমার গৌড় জানান, অভিযুক্ত সাহিল ও যোগিন্দররা এলাকায় হামেশাই উপদ্রব করে বেড়ায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেট।

বালুরঘাট বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় আগুন। মূলত বিমানবন্দর চত্বরে থাকা আগাছায় আগুন লেগে যায়। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকল ও বালুরঘাট থানায়। দমকলের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন, স্বাভাবিক হয়ে পরিস্থিতি। তবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় থাকা আগাছায় আগুন লাগার বিষয়টি প্রথম নজরে আসে পেট্রোলিংয়ে থাকা পুলিশ কর্মীদের। বিষয়টি নজরে আসতেই তৎক্ষণাৎ তাঁরা খবর দেন দমকল বিভাগে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় চলে আগুন নেভানোর কাজ। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার শিবানন্দ বর্মন, বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। আগুন যাতে রানওয়ের দিকে না আসে ও সংলগ্ন গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন উপস্থিত দমকল কর্মীরা। এ বিষয়ে ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ জানান, আমাদের কাছে খবর আসে বালুরঘাট এয়ারপোর্টের সংলগ্ন জায়গায় আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা ফায়ার ব্রিগেডে জানাই। দমকল বিভাগের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

কুম্ভে পুণ্যস্নান রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মহাকুম্ভের পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিনে তিনি কুম্ভস্নান সারেন। গেরুয়া পোশাক পরে, গেরুয়া টিকা লাগিয়ে সঙ্গমে ডুব দিয়ে স্নান করলেন রচনা। সেই ভিডিও তিনি আপলোড করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। কুম্ভের ব্যবস্থাপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। তা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৪৪ বছর পরে এই বছরের মহাকুম্ভর আয়োজন। প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করার জন্য সেখানে গিয়েছেন বহু মানুষ। বাদ পড়লেন না রচনাও। দুই মিনিট ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বানিয়ে সেই ভিডিও তিনি পোস্ট করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, মহাকুম্ভ স্নান করতে আসা একটি ভাগ্যের ব্যাপার। বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন তিনি গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমে তিনি স্নান করবেন বলে এসেছেন। এখানে এসে তিনি স্নান করে তাঁর পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন। গোটা কুম্ভের ব্যবস্থাপনা তাঁকে খুবই মুগ্ধ করেছে। কুম্ভমেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রচনা বলেন, সার্বিক ব্যবস্থাপনা

ঠিকঠাকই লেগেছে। ভীষণ সুসংগঠিত। বাথরুম থেকে আরম্ভ করে, মানুষের থাকা থেকে আরম্ভ করে, যাঁরা হোটেলে থাকতে পারছেন না তাঁদের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ত্রিপল খাটিয়ে, কাপড় টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া যাতে মানুষ থাকতে পারেন মাথা গুঁজে। রাস্তার ওপরেও যাতে মানুষকে শুতে না হয়, তার ওপরে কাপড় লাগানো রয়েছে। সবথেকে বড় কথা হোটেলে জায়গা নেই। থাকবে কোথায় গিয়ে মানুষ? যাঁরা ঢুকছেন, লাখো লাখো মানুষ হেঁটে ঢুকছেন। তাঁরা থাকবেন কোথায়? তাঁরা যদি ব্রিজের তলায়ও থাকেন, সেটাও কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা করে বাথরুম তৈরি করা হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। সব জায়গায় বাথরুম। খুবই ভালো ব্যবস্থাপনা।

বারাসাতে উদ্ধার মুণ্ডুহীন দেহ শনাক্ত করল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: খুনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুণ্ডুহীন দেহের কিনারা করল পুলিশ। মৃতের নাম হজরত লস্কর (৩০)। সে গাইঘাটা থানার আঙুলকাটা এলাকার বাসিন্দা। খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ওবাইদুল মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকেও ইতিমধ্যে আটক করেছে পুলিশ। জানা গেছে, বুধবার বিকেলে বারাসাত স্টেশন চত্বর থেকে ওই যুবকে আটক করে বারাসাত থানার পুলিশ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ধৃত ও খুনে অভিযুক্ত ব্যক্তি দু'জনেই গাইঘাটা থানার আঙুলকাটা এলাকার বাসিন্দা এবং তারা দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তবে তারা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। আঙুলকাটা এলাকায় ভাড়া থাকত। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে জেরা করে মাথার খোঁজ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের পুলিশ মর্গে আনা হয়। সেখানেই দেহ শনাক্ত করতে অনেকে আসেন। তাদের মধ্যে গাইঘাটার এক পরিবার দেহের হাতের ট্যাটু দেখে শনাক্ত করে। প্রসঙ্গত গত সোমবার সকালে দত্তপুকুর থানার মালিয়াকুর এলাকায় চাষের জমি থেকে মুণ্ডুহীন দেহটি উদ্ধার হয়। তারপর থেকে মুণ্ডু খেঁাজের ও মৃত যুবকের পরিচয় জানতে মরিয়া হয়ে ওঠে বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গেছে, ত্রিকোণ প্রেমের কারণেই এই খুন। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে, এই মুহূর্তে তদন্তের স্বার্থে বেশি কিছু বলা যাবে না।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ

সিঙ্গুরে শিল্প না হলে শিল্পপতিরা বাংলায় আগ্রহী হবে না, দাবি সিঙ্গুরবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভেড়ির পাড়ে চাষ হচ্ছে সর্ষে, আর চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন সিঙ্গুরের মানুষ! বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আবহে কটাক্ষ এলাকার চাষি থেকে সাধারণ মানুষের। একসময় এখানেই সর্ষে ছড়িয়ে চাষিদের উৎসাহ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, বঙ্গে পালাবদলের আগে হোক বা পরে, 'সিঙ্গুর' নামেই বরবারই বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় লেগেছে দোলা। এরইমধ্যে ফের আরও এক বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসেছে কলকাতায়। বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এদিন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছেন দু'দিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। ৪০টি দেশের ২০০ জন প্রতিনিধি-সহ ৫,০০০ বিশিষ্ট জন অংশগ্রহণ করছেন এই সম্মেলনে।

প্রসঙ্গত, একসময় সিঙ্গুরেই কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল টাটারা। যদিও জমি আন্দোলনের আবহে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সিঙ্গুর ছাড়তে হয়। পরবর্তীতে চাষে উৎসাহ দিতে ২০১৬ সলের ২০ অক্টোবর সিঙ্গুরের জমিতে সর্ষে ছড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সর্ষে হচ্ছে তবে ভেড়ির পারে। যদিও সময় যত গড়িয়েছে ততই সিঙ্গুরে কারখানা তৈরির দাবি জোরালো হয়েছে। আড়াআড়ি বিভাজন দেখা গিয়েছে

কৃষকদের মধ্যে। এখন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে চাষিদের একাংশের দাবি, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যতই ঘটা করে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করা হোক সিঙ্গুরে শিল্প না হলে কোনও শিল্পপতিই শিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবে না এই বাংলায়। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন টাটাদের কারখানা না হওয়া নিয়েও।

ক্ষোভের সুরেই অনেকে বলছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য যাঁরা ৯০ শতাংশ তৈরি কারখানা ডিনামাইট চার্জ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, তাঁদের ডাকে কোনও শিল্পপতিই সারা দেবে না। শুধু ঘটা করে সম্মেলনই হবে। প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশে জমি ফেরত পেলেও এখনও সেই জমির বড় অংশই চাষযোগ্য হয়নি বলে দাবি সিঙ্গুরের বড় অংশের কৃষকদের। তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। কৃষকরা বলছেন, সিঙ্গুরে শিল্প হলে তা আদতে গোটা রাজ্যের জন্যই মঙ্গল হবে।

গাড়ির ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম জোৎস্না বাউরি (৪৮)। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সিজান উপলক্ষে রঘুনাথপুরের জয়চন্ডী পাহাড়ের চন্ডী মাতার মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। বিকেলের দিকে একটি চারচাকার গাড়ি জোৎস্না বাউরি সহ মোট তিনজনকে ধাক্কা মারে। প্রত্যেককেই উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে জোৎস্না বাউরির মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে ওই মহিলার দেহটি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

গোরুর গুঁতোয় বৃদ্ধর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বাড়িতে পোষ্য গোরু বাঁধার সময় তার গুঁতোয় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বৃদ্ধর। মৃত বছর ৭০ এর ওই বৃদ্ধর নাম রসরাজ মাহাত। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত সড়বেড়িয়া গ্রামে। মৃতের ভাই সুবোধ মাহাত বুধবার দুপুরে রঘুনাথপুর থানায় দাঁড়িয়ে জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় তাঁর দাদা বাড়িতে গোরু বাঁধার সময় তাঁর পোষমানা গুরু তাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মঙ্গলবার দুপুর থেকে নিখোঁজ থাকার পর বুধবার আউশগ্রামের কুরুম্বা গ্রামেরই একটি পুকুর থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধারের পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বুদ্ধদেব বাগদি (২৬)। তাঁর বাড়ি কুরুম্বায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামেরই একটি পুকুর পাড়ে এদিন বুদ্ধদেবের গামছা পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের অনুমান হয়, ওই যুবক পুকুরের জলে ডুবে যেতে পারেন। এরপরেই পুকুরে জাল নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তারপরেই জালে ওঠে বুদ্ধদেবের দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বুদ্ধদেবের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বীমার টাকা পেলেন মৃতের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জেলা আইনি পরিষেবা দপ্তরের সহায়তায় দু'বছর পর বীমার টাকা পেলেন মৃতের স্ত্রী। দু'বছর আগে দুরারোগ্য ব্যাধিতে স্বামীর মৃত্যুর পর তার দুটি বীমার টাকার জন্য সমস্ত প্রমাণ পত্র সহ আবেদন জানিয়েছিলেন নয়াগ্রাম ব্লকের ফুলবনি গ্রামের স্ত্রী রুম্পা খিলাড়ি। ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে টাকা পাওয়ার অনিশ্চিয়তা দেখে বেলিয়াবেড়া ব্লকের 'অধিকার মিত্র' রীতা দাস দত্তের মাধ্যমে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক সুক্তি সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানান রুম্পা। রুজু হয় প্রি-লিটিগেশান মামলা।

সূত্রের খবর, মামলার নোটিস পেয়ে মামলা শুনানি হওয়ায় আগেই বীমা কর্তৃপক্ষ ক্লেমের টাকা জমা করে দেন রুম্পার অ্যাকাউন্টে।

রুম্পা জানান, স্বামীর নামে ২টি পলিসি ছিল। প্রায় দু'বছর ধরে বহুবার মৌখিক এবং লিখিত আবেদন জানানো সত্ত্বেও বীমা কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছিল না। অবশেষে 'অধিকার মিত্র' রীতা দাস দত্তের মাধ্যমে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচার সুক্তি সরকারের দ্বারস্থ হই। তার কাছে আবেদন জানানোর প্রায় পনেরো দিনের মধ্যে আমি ক্লেমের সম্পূর্ণ টাকা পেয়ে যাই।

বাড়ি ছেড়ে মাঠে রান্নার উৎসবে মাতোয়ারা আট থেকে আশি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: ব্যতিক্রমী রীতি, ভিন্ন স্বাদের উৎসব; আর সেটা হলো 'মাঠে রান্না'। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত তোড়কোনা গ্রামে চলে আসছে এই অনন্য ঐতিহ্য, যেখানে গ্রামের সকল বাসিন্দা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে মাঠে গিয়ে রান্না করেন। মাটির উনুন তৈরি করে সেখানে চলে নানা ধরনের খাবার প্রস্তুতি, আর তারপর সবাই মিলে খোলা আকাশের নিচে জমিয়ে চলে ভোজনপর্ব। আট থেকে আশি, সব বয়সের মানুষ একসঙ্গে মিলিত হন এই আয়োজনে, যা কেবল রান্না বা খাওয়ার মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি হয়ে ওঠে এক বৃহৎ সামাজিক উৎসব।

প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর দু'দিন পর এই রীতি পালন করেন গ্রামবাসীরা। জানা গিয়েছে, ১৯৬৫ সালে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে তোড়কোনা গ্রাম। সেই সময় দত্ত ও সরকার বাড়ির কুলদেবতা দেবী সিদ্ধেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পান গ্রামেরই বাসিন্দা স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ সরকার। দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী, গ্রামের মানুষ একত্র হয়ে মাঠে রান্না শুরু করেন, আর সেই সময় থেকে চলে আসছে এই রীতি।

শুধু রান্নাই নয়, এই দিনে তোড়কোনা গ্রামে যেন এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় । গ্রামের প্রবেশপথ থেকে শুরু করে প্রতিটি বাড়ির বাইরে চলে বিভিন্ন পদের আয়োজন। বহু আত্মীয়স্বজন মাঠে রান্না উপলক্ষে হাজির হয় এই গ্রামে। তরুণ থেকে প্রবীণ, সবাই মিলে আনন্দ করেন, গল্পগুজবে মেতে ওঠেন। সাধারণত, ভাত, ডাল, শাক, মাছ-মাংস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী রান্নার আয়োজন করা হয়।

এটি শুধু একটি উৎসব নয়, বরং সম্প্রীতির বার্তা বহন করে চলা এক ঐতিহ্য, যা গ্রামের মানুষকে একসূত্রে বাঁধে। যুগ বদলালেও ১৯৬৬ সাল থেকে চলে আসা এই প্রথা আজও সমান উৎসাহ ও আন্তরিকতায় পালন করেন তোড়কোনার বাসিন্দারা।

চেনা ছন্দে মোহনবাগান, পঞ্জাবকে হারিয়ে নিশ্চিত আইএসএলের প্লে-অফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার যুবভারতী স্টেডিয়ামের প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর গ্যালারির হাজার বিশেক মোহনবাগান সমর্থক বেশ নিশ্চুপ ছিলেন। ইতিউতি আলোচনা চলছিল, দুর্বল পঞ্জাব এফসি-কে পেয়েও কেন এত সাবধানী ফুটবল খেলছে মোহনবাগান? প্রথম ১০ মিনিটে যে ঝড় উঠেছিল, তা হঠাৎই থিতিয়ে গেল কেন? দলের সেই আগ্রাসী ভাব কোথায় হারিয়ে গেল?

উত্তর পেতে অবশ্য বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার প্রথম ২০ মিনিটেই জবাব পেয়ে গেলেন মোহনবাগান সমর্থকেরা। প্রথমে জেমি ম্যাকলারেন, তার পরে লিস্টন কোলাসোর গোল মোহনবাগানের প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত করে দিল। একই সঙ্গে লিগ-শিল্ডের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেল মোহনবাগান। ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট হল মোহনবাগানের। অঙ্কের হিসাবে এখনও সাত পয়েন্ট বাকি। তবে জামশেদপুর বা গোয়া পয়েন্ট নষ্ট করলে আরও আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে সবুজ-মেরুন। গত মরসুমে ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে লিগ-শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। এ বার মহমেডান আসায় দু'টি ম্যাচ বেড়েছে। তবু ৫০ পয়েন্টেই লিগ-শিল্ড নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

টম অলড্রেড এবং আপুইয়া না থাকায় হোসে মোলিনা পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কী ভাবে দল সাজান সে দিকে আগ্রহ ছিল অনেকেরই। দল ঘোষণা পরেই দেখা গেল চমক। সুস্থ হয়ে প্রথম একাদশে আলবের্তো রড্রিগেস। ফলে সেন্টার ব্যাক নিয়ে ভাবতে হয়নি মোলিনাকে। দীপেন্দু বিশ্বাসকে মাঝে খেলিয়ে আপুইয়ার জায়গায় দীপক টাংরিকে খেলালেন।

খেলার শুরুতে মোহনবাগানের চেনা দাপট খুশি করেছিল বাগান সমর্থকদের। মোহনবাগান বল নিয়ে উঠলেই মনে হচ্ছিল গোল হবে।

কিন্তু ১৫ মিনিট কাটতে না কাটতেই আচমকা খেলার মধ্যে একটা শ্লথতা দেখা গেল। বলের নিয়ন্ত্রণ মোহনবাগানের পায়ে থাকলেও কিছুতেই বল নিয়ে উঠতে পারছিলেন না কেউ। কৃতিত্ব প্রাপ্য পঞ্জাবেরও। প্রথম দিকে তারা নড়ে গেলেও ধাতস্থ হতে সময় নিল। ধীরে ধীরে রক্ষণ জমাট করে ফেলল পঞ্জাব। আর তাতেই মোহনবাগানের কাজ আরও কঠিন হয়ে গেল।

মোহনবাগানের বেশির ভাগ আক্রমণ আসে উইং থেকে। তবে পঞ্জাব কোচের কৌশলই ছিল লিস্টন এবং মনবীর সিংহকে স্বাভাবিক খেলা খেলতে না দেওয়া। প্রথমার্ধে তিনি সেই কাজে সফল।

এমনকি মাঝমাঠে গ্রেগ স্টুয়ার্ট স্বাধীন ভাবে খেললেও বল বাড়াতে পারছিলেন না। তিনি বল ধরলেই ঘিরে ফেলছিলেন পঞ্জাবের ফুটবলারেরা। বোতলবন্দি ছিলেন ম্যাকলারেনও।

প্রথমার্ধে খেলার গতি কমিয়ে দেওয়া যে মোহনবাগানের কৌশল ছিল, তা বোঝা গেল দ্বিতীয়ার্ধে। প্রথম ২০ মিনিট সবুজ-মেরুনের আক্রমণের সামনে দিশা খুঁজে পেল না পঞ্জাব। ৫৬ মিনিটে ডান দিক থেকে মাপা বল বাড়িয়েছিলেন দীপেন্দু। অনায়াস দক্ষতায় সেই বল রিসিভ করলেন ম্যাকলারেন। বিপক্ষের ডিফেন্ডারের মার্কিং এড়িয়ে পরাস্ত করলেন বিপক্ষ গোলকিপারকে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

তিরুপতি মন্দির থেকে বরখাস্ত 'অহিন্দু' ১৮ কর্মী

অমরাবতী, ৫ ফেব্রুয়ারি: হিন্দু ধর্মীয় নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে ১৮ জন কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ। ওই কর্মীদের বরখাস্ত করার পাশাপাশি তাঁদের অন্য সরকারি চাকরিতে বদলি অথবা স্বেচ্ছাবসরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে অহিন্দু রীতি পালনের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে মন্দির কমিটি।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) বোর্ডের অধ্যক্ষ বিআর নায়ডু স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র হিন্দু কর্মীই দেবস্থানে কাজ করতে পারবেন। ধর্মীয় আস্থার সঙ্গে আমরা কোনও আপস করব না। ওই ১৮ জন কর্মীকে অহিন্দু রীতি পালনের সময় হাতেনাতে ধরা হয়েছে। যার জেরেই তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, মন্দিরে তাঁরা যে দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন সেখান থেকে ইতিমধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মের কোনও অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগ দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পাশাপাশি, বোর্ডের তরফে ওই কর্মীদের দুটি বিকল্প দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, মন্দিরের দায়িত্ব থেকে তাঁরা যেন সরকারের অন্য কোনও বিভাগে বদলি হয়ে যান। এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেন স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নেন। যদি এই দুই বিকল্পের কোনওটি তাঁরা না বাছেন সেক্ষেত্রে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাঁদের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালের 'এনডোমেন্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী টিটিডির সমস্ত কর্মী হিন্দু সংস্কার মানতে বাধ্য থাকবেন। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে তিরুমালায় হিন্দু আস্থার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে। দেবস্থানের সংস্কৃতিকে সম্মান করতে হবে সকলকে। তা অমান্য করার অভিযোগেই দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে ওই ১৮ কর্মীকে। এদিকে টিটিডির এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজেপি দল। বিজেপি নেতা তথা টিটিডি বোর্ডের সদস্য ভানু প্রকাশ রেড্ডি বলেন, 'ধর্মস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক। প্রয়োজনে মন্দিরে সমস্ত 'অহিন্দু' কর্মীদের সরিয়ে দিতে আমরা প্রস্তুত।' এই ঘটনার পর মন্দিরে আরও কড়া নজরদারি চালানো হবে মনে করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে বন্ধ মহিলা পরিচালিত রেডিও স্টেশন, বাজেয়াপ্ত বিভিন্ন নথি

কাবুল, ৫ ফেব্রুয়ারি: ২০২১ সালের অগস্টে যখন নতুন করে তারা কাবুল দখল করেছিল, তখন তাদের দাবি ছিল এটা নতুন তালিবান। কিন্তু অচিরেই দেখা যায় নারী স্বাধীনতা চলে গিয়েছে তলানিতে। তারপর থেকেই 'কাবুলিওয়ালার দেশে' দেখা গিয়েছে আগ্রাসনের চরম সব মুহূর্ত। এবার সেদেশে বন্ধ হয়ে গেল একমাত্র মহিলা পরিচালিত রেডিও স্টেশন 'রেডিও বেগম'। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কম্পিউটার থেকে হার্ড ড্রাইভ, ফাইল থেকে ফোন- সব। আটক করা হয়েছে সেখানকার মহিলা কর্মীদের। আটক দুই পুরুষ কর্মীও। তাঁদের 'অপরাধ' সম্প্রচার নীতি লঙ্ঘন ও স্টেশনের লাইসেন্সের চূড়ান্ত অপব্যবহার।

তালিবানের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ওই স্টেশনের সম্প্রচার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কেননা সেখানে 'অননুমোদিত' বিষয়বস্তুর সম্প্রচার হচ্ছিল। এবং সেই সম্প্রচার একটি বিদেশি টিভি চ্যানেলেও হচ্ছিল। যদিও রেডিও স্টেশনটির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে স্বাস্থ্য, মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ই সম্প্রচারিত হত এবং যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে তারা দূরেই থাকত। প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা যে সম্প্রচার হত, তার লক্ষ্যই ছিল মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা।

'রেডিও বেগম' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ করেছে মানবাধিকার গোষ্ঠী 'রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডার্স'। তালিবানি পদক্ষেপের নিন্দা করে স্পষ্ট দাবি তোলা হয়েছে, দ্রুত ফের সম্প্রচার শুরু করতে দেওয়া হোক রেডিও স্টেশনটিকে। প্রসঙ্গত, ওই স্টেশনের 'সিস্টার চ্যানেল'টি রয়েছে প্যারিসে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬-২০০১ সাল ছিল 'কাবুলিওয়ালার দেশে'র প্রথম তালিবান জমানা। ২০২১ সালে নতুন করে আফগানিস্তান দখল করে জেহাদিরা। ক্ষমতায় আসার পর যদিও তারা দাবি করেছিল এটা তালিবান ২.০, অচিরেই দেখা যায় তা কেবল কথার কথাই। শুরু হয় একই রকমের আগ্রাসন। বিশেষত নারীর স্বাধীনতা একেবারেই চলে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য অবদমন তো আছেই। গত অগস্টেই জানা গিয়েছিল, দাড়ি না থাকার 'অপরাধে' চাকরি গিয়েছে আফগানিস্তানের ২৮০ জন নাগরিকের। তাছাড়া গত এক বছরে ২১ হাজার ৩২৮টি বাদ্যযন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েক হাজার কম্পিউটার অপারেটরকে অনৈতিক সিনেমা ছড়ানোয় বাধা দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় গেমসে যোগাসনে রুপোর পর সোনা সাথীর
আর্থিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে দুরন্ত সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে বাংলার সোনালি সাফল্য এবার যোগাসনে। তার মধ্যে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে দুরন্ত সাফল্য সাথী মণ্ডলের।ট্র্যাডিশনাল যোগাসনে গতকাল সাথী জিতেছিলেন রুপো। রিদমিক পেয়ারে তিনি সর্বশ্রী মণ্ডলের সঙ্গে মিলে নিলেন সোনার দখল।সাথীর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কালনা বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব সাতগেছিয়া গ্রামে। সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢিল ছোড়া দূরত্বে। সাথীর বাবা শ্যামল মণ্ডল পেশায় টোটো চালক। মা কর্মরত একটি নার্সিংহোমে। ছোটবেলা থেকেই যোগাসনের প্রতি আকৃষ্ট সাথী।এবার জাতীয় গেমসে সোনা-সহ জোড়া পদক নিশ্চিতভাবেই সাথীর কেরিয়ারে সেরা সাফল্য। আর্থিক প্রতিকূলতা মেয়ের স্বপ্নপূরণে যাতে অন্তরায় না হয় সে কারণে সব সময় সচেতন থেকেছেন সাথীর বাবা-মা। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে প্রশিক্ষণ জারি রাখার বন্দোবস্ত করেছেন। সাথী পেয়েছেন কোচ ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতাও।এবারের জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের চাকরির আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। সাথী জোড়া পদক জেতায় আশায় বুক বাঁধছে পরিবার।

পদক হাতে সাথী ও সর্বশ্রী

ই-টেন্ডার নোটিশ
মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্যারাকপুর-II ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা
মেমো নং.-
MGP/58/24-25
তারিখ-০১.০১.২০২৫
https://wbtenders.gov.in/
স্বা- প্রধান
মোহনপুর জিপি

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/ Enit-10/2024-25 dated-31/01/2025
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **10.02.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Suri-II Panchayat Samiti,
Birbhum

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender and quotation are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for soil conservation work. Notice issued (5 nos) from the office of (i) Dy. D. A. (Soil Cons.) KRVP, Purulia for **NIT No 03(e) /DDASC /KRVP/2024-25; Dt 31/01/2025; (ii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., Purulia for NIT No 03(e) /Soil Cons-Extn/ 2024-25; Dt 31/01/2025 and NIQ No-o1/soil Cons., Extn/2024-25; Dated- 04/02/2025 (iii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., DPAP, Purulia for NIT No- 03(e) Soil Cons-DPAP/2024-25; Dt 31/01/2025 and NIQ No-01/Soil Cons.-DPAP/2024-25; Dated- 04/02/2025**. For details pl visit : www.wtenders.gov.in for e-Tender and pl visit: purulia.gov.in for the quotation
Sd/- A. Acharjee
Deputy Director of Agriculture
(Soil Cons.) KRVP, Purulia

Notice e-Tender
The Prodhan Isl ampur Chak Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractorsfor NIeT **No.10/ ICGP/ 15CFC/2024-25, 11/ ICGP/ 15CFC/ 2024-25, 12/ICGP/ 15CFC/ 2024-25, 13/ ICGP/5SFC/ 2024-25,** Vide Memo No. **028, 029,030,031/ICGP/2025** dated-**01.02.2025**. La st dat e of Bi d su b mi ssi on11. **02.2025 upto 14:00 Hours.** For details please visit website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan Islampur Chak G.P.
RANINAGAR-I BLOCK,
MURSHIDABAD

TENDER NOTICE
Notice Inviting Quotation No. 02 of Burdwan Irrigation Sub-Division No.- II, of 2024-25
Separate quotation are invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal for single work from reputed Agencies/ suppliers. Last date of receiving application for quotation paper is 10.02.2025 up to 4.00 P.M. Last date & time of issuing Quotation paper is 11.02.2025 up to 4:00 P.M. For details contact in office on any working day or may be seen https://wbiwd.gov.in
Sd/-
Sub-Divisional Officer,
Burdwan Irrigation Sub-Division No.-II,
Kanainatsal, Purba Bardhaman

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER 2nd call
N.I.E. T. No. 37/WS/ AMRUT/AMC/23-24 dt. 18.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Shikarpur Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 07/15th CFC) TIED/ SGP/2024-25 (2nd Call),** Last date of submission **13.02.2025 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/036(e)/ 2024-25 dt 05-02-2025. 1. Supply, Installation of Automatic Transfer Switch(ATS) with cubical control panel & DG controller at different location along with laying of power and control cable of the said panel of UKM office building. Bid Submission Closing Date – **21/02/2025. e-Tender No. : UKM/ PWD/037(e)/2024-25 dt 05-02-2025.** 1. Sinking of 250 mm x 150 mm dia deep tube well and allied pipe line work at makhla trenching ground in ward no. 20 under Uttarpara Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date : 21/02/2025.** For Details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

OFFICE OF THE BILKANDA-II GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No:
Bil-II/001/15th FC/2025
The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 1 (One) Nos. work under SBM. Bid submission closing (online): **13.02.2025 up to 14:00 Hrs.** For details information/downloading/uploading etc. may visit the website:
http://etender.wb.nic.in or
http://wbetenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Bilkanda-II GP

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that it has come to notice of the Board that Mr. Chandan Jana, Mr. Ashoke Das and Mr. Sukhendu Maity have opened branches in the name of the society in different part of the West Bengal. These all branches are illegal and not with approval of Board of Directors and office of Central registrar co-operative societies New Delhi. So Bandhan Multistate co-operative credit society Ltd will not be responsible/ accountable for all such transactions and deposits. Kindly take your decisions at your cost and risk, society nowhere responsible for the repayment of any deposit with such illegal branches.
For Bandhan Multistate Co-operative Credit Society Ltd.
Chief Executive Officer
Saswati Das
Bandhan Multi State Co-Operative Credit Society Ltd.

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার, কলকাতা **মেসার্স রাজেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড কোং,** একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
ক) ক্রয়, বিক্রয় এবং বন্টন ওষুধ, মেডিকেল ড্রাগস এবং অন্যান্য মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এবং সংশ্লিষ্টগুলির সংগ্রহকরণ প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে, মজুতকরণ যথাযথভাবে এবং ফার্মাসিজ, হাসপাতালগুলিতে বিক্রি করা এবং সরাসরি গ্রাহকদের কাছে সংশ্লিষ্ট সকল বিধিনিয়ম সংশ্লিষ্ট ওষুধ লেনদেনের ক্ষেত্রে মান্যতা দিয়ে এবং বন্টনের ক্ষেত্রে।
খ) অন্যান্য মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এবং মেডিকেল ড্রাগ, ওষুধ এর আমদানি এবং রফতানি সম্পর্কিত কাজে যুক্ত হওয়া।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি ৪৭, এজরা স্ট্রিট, পো. কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।
তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
আবেদনকারীগণের নাম
১. বিশাল আগরওয়াল
২. নির্মলা দেবী আগরওয়াল

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএল-কন-৪৬৫এ। তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/মেন্টেন্যান্স/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য ভারতীয় রেলওয়েজের ই-প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির **(www.ireps.gov.in)** মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারগুলির কাজের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত উল্লিখিত ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারেন। টেন্ডারগুলি একই দিনে (খোলার দিন) দুপুর ৩টার পরেই খোলা হবে। **ক্রঃ সঃ [১]। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-কন-৪৬৫এ। কাজের বিবরণ ঃ** সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনের জন্য নতুন ২ এমভিএ ডিজি সেট সংগ্রহ। **টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২১.০২.২০২৫। আনুমানিক মূল্য (টাকায়) ঃ ৩,৩৬,২৫,৩৮৩.৮৪ টাকা। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি (টাকায়) ঃ ৩,১৮,১০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৮ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** আইআরইপিএস পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করলে শূন্য এবং ডেপুটি সিইই/এম-এর নিকট থেকে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ১০,০০০.০০ টাকা। **দ্রষ্টব্য ঃ** ১। বিডারকে আইআরইপিএস পোর্টালে প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগ্যতার নথিপত্র এবং প্যান/জিএসটিআইএন-এর স্ক্যান করা কপি অবশ্যই আপলোড করতে হবে। ২। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট (ডিএসসি) থাকতে হবে। ৩। এই কাজ নিয়মানুযায়ী জিএসটি, বিওসিডব্লুডব্লু (বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার), ইনকাম ট্যাক্স এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ কর সমেত প্রযোজ্য কর সাপেক্ষে হবে। ৪। এই কাজের জন্য প্রযোজ্য অনুরূপ কাজের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ **অনুরূপ কাজের সংজ্ঞা হল - "১১ কেভি-তে ১ এমভিএ বা তার অধিক রেটিং-এর ডিজি সেটের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ" অথবা "৭৫০ভি-তে ১ এমভিএ বা তার অধিক রেটিং-এর ডিজি সেটের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ" অথবা "৪১৫ভি-তে ৫০০ কেভিএ বা তার অধিক রেটিং-এর ২টি ডিজি সেটের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ" অথবা "ন্যূনতম ৬৩০ বিএইচপি/৫০০ কেভিএ রেটিং-এর ডিজি সেট/ইঞ্জিন/ অল্টারনেটরের ওইএম (অরিজিন্যাল ইক্যুপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার)"।** ৫। টেন্ডার নথি এবং টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ তথ্যের জন্য রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এম)/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
[PR4/796]
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

<u>TENDER NOTICE</u>
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Krishnagar, Nadia. NIT No : WB/NAD/KGR-I / DGP/NIT-13/24-25 under 15 th FC Fund 2024-25 (Tied & Untied), Memo No 060/DAY/2024-25, Dt. 05/02/25. Last date of submission BID 13-02-2025 at 11.00 A.M. Technical Bid opening (Time may be changed as per server slot) 15-02-2025 at 11.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Deypara Gram Panchayet
Krishnagar, Nadia.

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Dhanirampur, Shibnahar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting e-Tender No- 11/15th CFC Tied/DGP/2024-25, Memo No 60/EN/(8)/DGP/25, Dt 30.01.25. Technical Bid opening Date (Online) 13/02/2024 at 10.00 Hrs, Last Date of Bid submission (Online) 10/02/25 upto 16.00 Hrs. For details Please visit Website https://wbtender.gov.in
Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat,
Murshidabad

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 54 of 2024-2025 Sl. No. 1, 2, 3, 4 Dated 15.01.2025
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 10.02.2025 at 17:00 hrs. and will be opened on 13.02.2025 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 63/KP-II/E-TENDER/ 5th SFC TIED/2025, Date : 05.02.2025.** Date of Publish of Tender: **05.02.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **17.02.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **19.02.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

Kalikapur No-1 Gram Panchayet
Kalikapur , Sonarpur Block , South 24 Parganas.
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: Kali-1/175/2024-2025 & Kali-1/ 176/2024-2025, Date : 05.02.2025.** Total Scheme-9 Nos., Fund :- **15TH CFCG (2nd Inst.) (Tied & Untied).** Bid Submission Start Date (Online): **06.02.2025 from 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **11.02.2025 up to 06:00 PM.** Technical Bid Opening Date (Online) : **14.02.2025 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kalikapur No-1 Gram Panchayet

OFFICE OF THE
HATINAGAR GRAM PANCHAYAT
Nimtala, Berhampore, Murshidabad.
Notice inviting e-Tender No– eNIT 04/2024-25 & 05/2024-25 dated :-04/02/2025
1. Date of NIT Documents publish: **04/02/2025 from 5.00 P.M.,** 2. Documents sell start date: **04/02/2025 from 5.00 P.M,** 3. Date of start of submission of Technical & Financial Bid.: **04/02/2025 from 5.00 P.M.**, 4. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid: **12/02/2025 from 2.00 P.M,** 5. Bid opening date & time for Technical Bid: **14/02/2025 from2.00 P.M**
Bid opening date & time for Financial Bid After finalized Technical Bid
For details logging on to https://wbtenders.gov.in the contractor is to click on the link for e-Tendering site as given on the web portal.
Sd/- Prodhan
Hatinagar GP
Hatinagar, Murshidabad

Office of the
BHAKURI-II GRAM PANCHAYAT
Vill- Belpukur, P.O.- Balarmpur, P.S. & Block- Berhampore
Dist- Murshidabad, Pin-742165
NOTICE INVITING e-TENDER No- 05 of 2024-25/ 5th SFC Tied.
Name of work: Construction Culvert with guardwall at canal near Gajdharpara sub Center at Gajdhapara under Bhakuri-II GP.
1) Download tender document from- **07/02/2025 at 13:00 hours.,** 2) Tender documents sumission from- **07/02/2025 at 13:00 hours.,** 3) Tender documents submission upto- **24/02/2025 at 17:00 hours.,** 4) Technical bid opening- **26/02/2025 17:00 hours,** 5) Financial bid opening- **28/02/2025 at 11:00 hours**
Plese visit website- http://wbtenders.gov.in
Sd/- PRODHAN
Bhakuri-II Gram Panchayat
Berhampore Block, Murshidabad

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
(পূর্বতন গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড অ্যান্ড গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত)
CIN: L46620WB2024PLC268366
গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি
সেক্টর ৫, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত
২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুযায়ী
(লাখ টাকায়)

বিবরণদি	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	14,941.89	9,536.78	38,168.11	5,126.99
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	1,516.52	909.73	3,778.38	559.14
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	1,516.52	909.73	3,778.38	559.14
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী	1,133.79	706.01	2,843.34	395.37
আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি)	2,136.07	1,542.23	2,136.07	1,097.78
শেয়ার পিছু আয় (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
ক) মূল	2.65	2.29	6.66	3.60
খ) মিশ্র	2.65	2.29	6.66	3.60

দ্রষ্টব্য :
১. উক্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত যা অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৫/২/২০২৫ তারিখের সভায় এবং স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলশেন ৩৩ অধীনে।
২. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের উক্ত অর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com থেকে।
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভোয়ার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
ডিন : ০২৩৩১৪৬৯
তারিখ : ০৫.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রকাশ

বৃহস্পতিবার • ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

কোটিপতি হতে চান

SIP-তে কত বিনিয়োগ কীভাবে করলে হতে পারবেন জেনে নিন

যদি নিজের টাকাকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে চান তাহলে এসআইপিতে বিনিয়োগ একটি বিশেষ পথ হতে পারে। যদি সঠিক পরামর্শ মেনে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর ভাল রিটার্ন আসবেই। মাসে ৯ হাজার টাকা যদি এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকেও আপনি হতে পারেন কোটিপতি। সবার আগে আপনাকে জানতে হবে এসআইপি কাকে বলে। এটি হল একটি সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। একে আবার অনেকে মিউচুয়াল ফান্ড হিসাবেও বলে থাকে। এখানে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, তিনমাস অন্তর বা বছরে একবারও বিনিয়োগ করতে পারেন।

কেন এসআইপিতে বিনিয়োগ করবেন। এখানে খুব টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারবেন। সেই টাকার পরিমান ১০০ টাকাও হতে পারে। ছোটো টাকা থেকে বিনিয়োগ শুরু করেই আপনি হতে পারেন কোটিপতি। এখানে যে হারে সুদ পাওয়া যায় সেদিকে যদি নজর রাখলে তাহলে নিজের টাকা দীর্ঘসময় ধরে

বিনিয়োগ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

যদি কারও বয়স ২৫ বছর হয় তাহলে সে মাসে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। যদি ২০ বছর ধরে সে বিনিয়োগ করতে পারে তখন তার বয়স হবে ৪৫ বছর। তার মোট বিনিয়োগের পরিমান হবে ১২ লক্ষ টাকা। এরপর যদি ১২ শতাংশ করে সুদ সে পায় তাহলে সে হাতে পাবে ৫০ লক্ষ টাকা।

যদি কারও বয়স ৩৫ বছর হয় তাহলে সে মাসে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। যদি ২০ বছর ধরে সে বিনিয়োগ করে তাহলে তখন তার বয়স হবে ৫৫ বছর। তার মোট বিনিয়োগের টাকা হবে ১২ লক্ষ টাকা। সেখানে ১২ শতাংশ সুদ ধরে তার হাতে আসবে ২৮ লক্ষ টাকা।

যদি ২১ কোটি টাকা টার্গেট করতে পারেন তাহলে মাসে বিনিয়োগ করতে হবে ১৮ হাজার টাকা। সেখানে সুদের হার থাকবে ১২ শতাংশ করে। যদি মাসে ৯ হাজার টাকা এসআইপিতে বিনিয়োগ করেন তাহলে ৪০ বছর পর আপনি ১০ কোটি টাকার মালিক হবেন।

সাবধান

প্যান কার্ড সম্পর্কিত এইসব ভুল করলেই মহা-বিপদ, জরিমানা ১০ হাজার টাকা!

প্যান কার্ড (পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর) একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। আয়কর সম্পর্কিত কাজ, ব্যাঙ্কের লেনদেন এবং অন্যান্য কাজে প্যান ব্যবহার করা হয়। অনেকেই প্যান কার্ডের ব্যবহারকে লঘু করে দেখেন। কিন্তু যদি প্যানে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য ভুল থাকে, তাহলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আয়কর বিভাগ প্যানের মাধ্যমে ভারতীয় কোনও নাগরিকের আয় এবং আর্থিক লেনদেনের উপর নজর রাখতে পারে। অতএব, প্যান কার্ড সম্পর্কিত সতর্কতাগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্যান কার্ড হারিয়ে গেলে অবিলম্বে এই কাজটি করুন

যদি আপনার প্যান কার্ড চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তবে তা হালকাভাবে নেবেন না। অনেক সময় প্রতারকরা অবৈধ আর্থিক লেনদেনে চুরি করা প্যান ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে, আসল প্যানধারীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। যদি আপনার প্যান চুরি হয়ে যায়, তাহলে অবিলম্বে পুলিশে অভিযোগ জানান। এছাড়াও, আয়কর বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে তা জানান।

২. একাধিক প্যান কার্ড থাকা অবৈধ

অনেকে ভুল করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিক প্যান কার্ড তৈরি করেন, তবে তা আইনত অপরাধ। আয়কর বিভাগ এই ধরনের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করতে পারে। জরিমানার সর্বাধিক অঙ্ক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তির দু'টি প্যান কার্ড থাকে, তাহলে তাঁকে অবিলম্বে একটি কার্ড আয়কর বিভাগে ফেরত দিতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি আর্থিক ও আইনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ।

৩. ভুল প্যান নম্বর দেওয়ার জন্য জরিমানা আরোপ

কোনও আর্থিক লেনদেন বা আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় প্যান নম্বর পূরণ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি ভুল করে ভুল প্যান নম্বর নথিভুক্ত করা হয়, তাহলে আয়কর বিভাগ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারে। আইটিআর দাখিল করার আগে প্যান নম্বরটি দু'বার পরীক্ষা করে নিন, যাতে যেকোনো ধরনের ভুল এড়ানো যায়।

৪. প্যান কার্ডে ভুল তথ্য ক্ষতিকর হতে পারে

যদি আপনার প্যান কার্ডে নাম, জন্ম তারিখ বা অন্যান্য তথ্য ভুল থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সংশোধন করা প্রয়োজন। যদি তথ্য ভুল হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক আপনার অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করতে পারে। অনেক সময় এই ভুলের কারণে ঋণ নিতে বা বড় লেনদেন করতে সমস্যা হতে পারে।

সুদের হার বদলে ফিক্সড ডিপোজিটে নতুন অফার নিয়ে এল এসবিআই

এসবিআই হল দেশের প্রথম সারির ব্যাঙ্ক। এখানে যদি বিনিয়োগ করেন তাহলে দেখতে পারবেন টাকা ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্য কোথাও বিনিয়োগ করার তুলনায় এসবিআইতে যদি বিনিয়োগ করেন তাহলে সেখান থেকে আপনি পেতে পারেন গ্যারান্টি রিটার্ন। এই টাকা দিয়ে আপনি নিজের কাজ সারতে পারবেন।

ফিক্সড ডিপোজিট হল এমন একটি জায়গা যেখানে যদি হিসাব করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে ভাল রিটার্ন আসবেই। এসবিআই তাদের ফিক্সড ডিপোজিট রেট নিয়ে মাঝেমাঝে বদল করে থাকে। যদি সমস্ত সুদের হার জানা থাকে তাহলে সেখান থেকে ভাল রিটার্ন মিলবেই।

এসবিআই অমৃত বৃষ্টি ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম হল এমন একটি জায়গা যেখানে বিনিয়োগ করলেই নিশ্চিত লাভ পাবে। এর সময়সীমা রয়েছে ৪৪৪ দিনের। এখানে জেনারেল সিটিজেনরা সুদের হার পাবেন ৭.২৫ শতাংশ। সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৭.৭৫ শতাংশ।

এখানে যদি ১ বছরের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে জেনারেল সিটিজেনরা পাবেন ৬.৮০ শতাংশ হারে সুদ। অন্যদিকে সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৭.৩০ শতাংশ হারে সুদ।

যদি এখানে ৩ বছরের জন্য বিনিয়োগ করেন তাহলে জেনারেল সিটিজেনরা পাবেন ৬.৭৫ শতাংশ। সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৭.২৫ শতাংশ।

যদি এখানে ৫ বছরের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে জেনারেল সিটিজেনরা পাবেন ৬.৫০ শতাংশ হারে সুদ। সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৭.৫০ শতাংশ হারে সুদ।

জেনারেল সিটিজেনরা যদি ৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এখানে বিনিয়োগ করেন তাহলে সেখান থেকে সুদ হিসাবে পাবেন ৪৫ হাজার ৬৬৭ টাকা। যদি সিনিয়র সিটিজেনরা ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে তারা সুদ হিসাবে পাবেন ৪৮ হাজার ৯৩৫ টাকা।

যদি ১ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে জেনারেল সিটিজেনরা পাবেন ৩৪ হাজার ৮৭৬ টাকা সুদ। যদি সিনিয়র সিটিজেনরা ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে সুদ পাবেন ৩৭ হাজার ৫১১ টাকা।

চালু হল নয়া সুবিধা, EPF-এর টাকা তোলা এবার আরও সহজ

৭.৬ কোটিরও বেশি EPFO সদস্য এখন নিয়োগকর্তার যাচাইকরণ বা EPFO অনুমোদন ছাড়াই অনলাইনে নাম এবং জন্ম তারিখের মতো ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন। এই সুবিধাটি শনিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। এছাড়াও, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল সংস্থার (EPFO) ই-কেওয়াইসি ইপিএফ অ্যাকাউন্ট (আধারের সঙ্গে সংযুক্ত) সদস্যরা নিয়োগকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই আধার ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) ব্যবহার করে সরাসরি অনলাইনে তাদের EPF স্থানান্তরের আবেদন দাখিল করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য জানিয়েছেন, EPFO সদস্যদের দ্বারা দায়ের করা প্রায় ২৭ শতাংশ অভিযোগ KYC সমস্যা সম্পর্কিত এবং এই সুবিধা চালু হওয়ার পর, সেইসব অভিযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। তিনি আরও জামাম যে, কর্মীদের ব্যক্তিগত বিবরণ সংশোধনের অনুরোধগুলি প্রচুর কর্মী-সহ বড় অংশের নিয়োগকর্তাদেরও উপকৃত করবে। শ্রমমন্ত্রী জানান, EPFO পোর্টালে যৌথ ঘোষণার প্রক্রিয়াও সহজ হয়েছে। এর ফলে কর্মীরা নাম, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, জাতী, পিতা/মাতার নাম, বৈবাহিক অবস্থা, স্ত্রী/স্বামীর নাম, কর্ম সংস্থায় যোগদান এবং ছাড়ার তারিখের মত ব্যক্তিগত তথ্যে সাধারণ ত্রুটিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করতে পারবেন। এর জন্য, নিয়োগকর্তার দ্বারা কোনও

যাচাইকরণ বা EPFO দ্বারা অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনও সহায়ক নথিরও প্রয়োজন নেই। এই সুবিধাটি সেই সদস্যদের জন্যই কার্যক হবে যাঁদের UAN (ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর) ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর তারিখের পরে জারি করা হয়েছিল (যখন আধারের সঙ্গে UAN নম্বর যাচাইকরণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছিল)। যদি UAN ২০১৭ সালের ১ অক্টোবরের এর আগে জারি করা হয়, তাহলে নিয়োগকর্তা EPFO-এর অনুমোদন ছাড়াইও বিবরণ সংশোধন করতে পারবেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে সহায়ক নথির প্রয়োজনীয়তাও সরলীকৃত করা হয়েছে। কেন্দ্রয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, শুধুমাত্র যেসব ক্ষেত্রে UAN আধারের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, সেসব ক্ষেত্রেই যেকোনও সংশোধন নিয়োগকর্তার কাছে শারীরিকভাবে হাজির থেকে করতে হবে এবং যাচাইয়ের পরে অনুমোদনের জন্য EPFO-তে পাঠাতে হবে। UAN নথিভুক্তকরণ প্রাথমিকভাবে কর্মচারীর জন্য নিয়োগকর্তার মাধ্যমেই করা হয়। অনেক কর্মচারীর ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়ার সময় বা পরে কর্মচারীর পিতা/স্বামীর নাম, বৈবাহিক অবস্থা, জাতি এবং পরিষেবার নানা বিবরণ দিতে ভুল করেন। এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য, কর্মচারীকে সহায়ক নথি-সহ অনলাইনে আবেদন করতে হত। সেই আবেদন নিয়োগকর্তা দ্বারা যাচাই করতে হত এবং অনুমোদনের জন্য EPFO-তেও পাঠানো হত। এই প্রক্রিয়াটিকে যৌথ ঘোষণা বলা হত। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিয়োগকর্তারা EPFO-তে যে আট লক্ষ অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে দেখা গিয়েছে যে, মাত্র ৪০ শতাংশ অনুরোধ পাঁচ দিনের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল, ৪৭ শতাংশ অনুরোধ ১০ দিন পরে পাঠানো হয়েছিল। এতে নিয়োগকর্তার গড় সময় লেগেছে ২৮ দিন। এই সরলীকরণের মাধ্যমে, ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে, কর্মচারীরা আধার OTP যাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করতে সক্ষম হবেন। বাকি ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তার মাধ্যমে সংশোধন করা হবে।

এবার ৪ শতাংশ সুদে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ পেতে পারেন আপনিও

বাজেটে কৃষকদের জন্য বড় উপহার দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় প্রদত্ত ঋণের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের কোটি কোটি কৃষককে উপকৃত করবে। শুক্রবার সংসদে উপস্থাপিত ২০২৪-২৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) সংখ্যা ছিল ৭.৭৫ কোটি। কেসিসি-র আওতায় কৃষকদের ৯.৮১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্পটি ১৯৯৮ সালে শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পটি নাবার্ড (ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট) এর সুপারিশে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকদের জন্য ঋণ প্রক্রিয়াটিকে সহজ এবং সহজলভ্য করে তুলেছে, যার ফলে তারা সময়মত বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষিকাজ সংক্রান্ত খরচ সহজেই মেটাতে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঋণ পরিষেবা ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুদ

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) আওতায় বর্তমানে কৃষকদের ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়, যা এখন বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। কেসিসির সুদের হার বার্ষিক ৭ শতাংশ। সরকার কৃষকদের সুবিধায় সুদের উপর ভর্তুকিও দিয়ে থাকে। কৃষকরা সময়মত ঋণ পরিশোধ করলে তারা ৩ শতাংশ সুদের ভর্তুকি পায়।

অর্থাৎ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের কার্যকর সুদের হার মাত্র ৪ শতাংশ।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণের যোগ্য কারা?

কৃষি কাজের পাশাপাশি, মৎস্য, দুগ্ধ খামার, পশুপালন এবং উদ্যানপালনে নিযুক্ত চাষিরাও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের সুবিধা পান। এর জন্য কিছু প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ভারতীয় নাগরিক হওয়া এবং কৃষকের বয়স ১৮ থেকে ৭৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কীভাবে পাবেন?

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ। কৃষকরা সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতি থেকে এই কার্ড পেতে পারেন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড অফলাইন এবং অনলাইন উভয়ভাবেই আবেদন করা যেতে পারে। কৃষক তাঁর নিকটতম ব্যাঙ্ক শাখায় গিয়ে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদনপত্র পূরণ করতে পারেন। আবেদনের সঙ্গে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জমির কাগজপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি-সহ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।

অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া

কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার ওয়েবসাইট অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ঋণের আবেদন করতে পারবেন। এখানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার অনলাইন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে হর্ণনা করা হল...

- এসবিআই এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট- https-//sbi.co.in/web/personaléôébanking/home এ যান।
- তারপর কৃষি ও গ্রামীণ ট্যাবে যান।
- ফসল ঋণে যান এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিকল্পটি নির্বাচন করুন।
- এখানে আপনি আবেদনপত্র পাবেন। সেটি ডাউনলোড করুন, পূরণ করুন এবং জমা দিন।
- ৩-৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক নিজেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করবে।

কখন টাকা ফেরত দিতে হবে?

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের অধীনে, কৃষক পাঁচ বছরের জন্য ঋণ পান। পাঁচ বছর পর তা নবীকরণ করা হয়। কৃষককে বছরে দু'বার কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুদ দিতে হয়। বছরে একবার, তাকে সুদের সঙ্গে পুরো ঋণের পরিমাণ জমা দিতে হয়। কৃষক পরের দিনই জমা করা মূলধন তুলতে পারেন। বছরে দু'বার সুদ পরিশোধ এবং একবার সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণ জমা দেওয়ার পরেই কৃষক সুদ ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী। যদি তা না করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কৃষককে ৭ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। যদি সুদ সময়মতো পরিশোধ না করা হয়, তাহলে অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হতে পারে।